শিক্ষক সহায়িকা

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

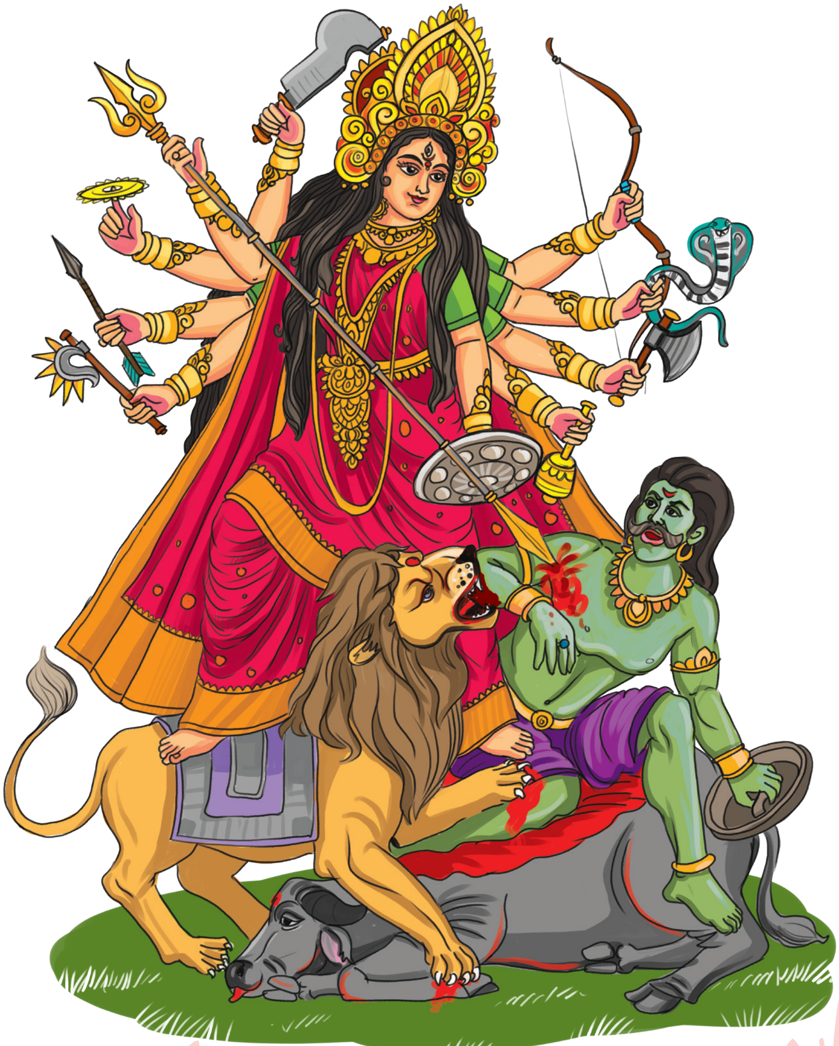

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ২০২৪ শিক্ষাবর্ষে
শিক্ষকদের জন্য পরীক্ষামূলক সংস্করণ

শিক্ষক সহায়িকা

হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

তৃতীয় শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা, সংকলন ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. অসীম সরকার
ড. চিন্ময় হাওলাদার
দিলীপ কুমার সরকার
বিপুল কৃষ্ণ হালদার
স্বপ্না রানী সিংহ
কেয়া বালা

শিল্প নির্দেশনায়

হাশেম খান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

পরীক্ষামূলক সংস্করণ, ২০২৪

ছবি, অলংকরণ ও গ্রাফিক ডিজাইন

সজীব সেন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ:

প্রসঙ্গ কথা

শিশুর মনোজগৎ এক অপার বিস্ময়ের লীলাভূমি। নানা রঙিন কল্পনার খেলা চলে সেখানে । সেই জগতে শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করতে দার্শনিক, মনোবিজ্ঞানী, শিশুবিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাবিদদের ভাবতে হয় অবিরাম। শিশুর অপরিসীম কৌতূহল, বিস্ময়, আনন্দ, আগ্রহ ও উদ্যমের যথাযথ ব্যবহার করে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা প্রয়োজন। শিশুর সক্রিয় ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন পরিকল্পনা করে তার সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম ২০২১ প্রণয়ন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০০৯ সাল থেকে সরকার প্রাক-প্রাথমিক স্তর থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার সকল শাখায় পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণের যুগান্তকারী কার্যক্রম শুরু করে। তার নির্দেশনা অনুযায়ী আজকের শিক্ষার্থীকে যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এই শিক্ষাক্রমে বৈশ্বিক ও স্থানীয় চাহিদা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, এসডিজি ২০৩০ এবং বাংলাদেশের ভিশন ২০৪১-কে সামনে রেখে শিখন যোগ্যতাগুলোকে সাজিয়েছে যেখানে বিভিন্ন সক্রিয় ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এ যুগে উৎপাদন ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মানসিকভাবে উৎকর্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টি না হলে সে উৎপাদনের পূর্ণ সুফল পাবে না সমাজ মানুষের আধ্যাত্মিক ও মানসিক উৎকর্ষের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ধর্মচর্চা। তাই নিজ নিজ ধর্মের মৌলিক জ্ঞান সম্পর্কে প্রতিটি শিশুর ধারণা থাকা উচিত।

ধর্ম মানুষের আবেগীয় এবং সুন্দর অনুভূতির একটি আবশ্যকীয় বিষয়। একইভাবে নৈতিক শিক্ষা মানুষকে মানবিক গুণে ঋদ্ধ করতে সহায়ক হয়। ফলে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পরস্পরের পরিপূরক। একজন আদর্শ মানুষ ও আদর্শ নাগরিক গঠনে এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করতে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের চারটি প্রধান ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম একটি। হিন্দুধর্মাবলম্বী শিশু শিক্ষার্থীরা তাদের ধর্মশিক্ষার মধ্য দিয়ে যেমন নিজধর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে তেমনি এই ধর্মের মাধূর্যে ও সৌন্দর্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সবাইকে ভালোবাসতে সচেষ্ট হবে।

তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীর জন্য প্রণীত হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বিষয়ের 'শিক্ষক সহায়িকা' পুস্তকটি রচনা ও প্রকাশনার বিভিন্ন ধাপে এর লেখক, চিত্রশিল্পী সম্পাদক, যৌক্তিক মূল্যায়নকারী , সমন্বয়ক, মুদ্রণ ও প্রকাশনায় সহায়তাকারীদের অবদান শিক্ষক সহায়িকাটিকে সমৃদ্ধ ও পরিপূর্ণ করেছে। স্বল্প সময়ে প্রণয়নের পরিপ্রেক্ষিতে এই শিক্ষক সহায়িকায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি থেকে যায় তাহলে সে ব্যাপারে যৌক্তিক ও গঠনমূলক পরামর্শ অবশ্যই প্রশংসার সাথে বিবেচিত হবে। প্রভূত সম্ভাবনার আধার শিশুদের যথাযথ ও যুগোপযোগী শিখনের জন্য এই শিক্ষক সাহয়িকা পুস্তকটির ব্যবহার যেন ফলপ্রসূ হয় সেই প্রত্যাশা করছি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সাধারণ নির্দেশনা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর) অনুসরণে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং একবিংশ শতাব্দীর দক্ষতাসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের 'হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকা আরো আকর্ষণীয় ও শিক্ষার্থী-বান্ধব করা হয়েছে। এতে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণির এই শিক্ষক সহায়িকায় যুগোপযোগী শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন আনা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীর পূর্ণ শিখন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিখনকালীন মূল্যায়নের ব্যবস্থা সংযোজন করা হয়েছে। শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো কতটুকু অর্জিত হলো তা পরিমাপের জন্য কয়েকটি পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator) নির্ধারণ করা হয়েছে। PI গুলো তিনটি কাঠিন্যের মাত্রায় (Difficulty Level) শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হবে। শিক্ষার্থীর শিখন দৃশ্যমান করা ও শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিটি পাঠে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিখন সংগঠক (গ্রাফিক অর্গানাইজার) সংযোজন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা সঠিকভাবে অর্জনের উদ্দেশ্যে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন। যেমন-

১. প্রতি পাঠ উপস্থাপনের পূর্বে শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখন-শেখানো কার্যাবলি এবং বিষয়বস্তু মনোযোগসহকারে কয়েকবার পড়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

২. শিক্ষার্থীর মানসিক ও ভাষাগত বৈচিত্র্য বিবেচনায় শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণ করবেন।

৩. শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করবেন।

৪. শিখন-শেখানো কার্যাবলিকে অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) করার জন্য শারীরিক ও মানসিক সক্ষমতাভেদে সকল শিক্ষার্থী যেন শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করবেন।

৫. পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণসমূহ শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার পূর্বেই সংগ্রহ বা তৈরি করবেন।

৭. পরিকল্পিত কাজ সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত নির্দেশনা যথাসম্ভব অনুসরণ করবেন। যেমন-

- কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন।
- শিক্ষার্থী কাজটা করবে এবং শিক্ষক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করবেন।

- যে সকল শিক্ষার্থীর শিখন দুর্বলতা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেবেন।
- শিক্ষার্থীর শিখন ধারণা/ভুল ধারণা/অসম্পূর্ণ ধারণা প্রকাশের ক্ষেত্রে ইতিবাচক থাকবেন এবং শিক্ষার্থীকে ধারণা প্রকাশে উৎসাহ প্রদান করবেন।
- একক/দলগত কাজ শিক্ষার্থীদের দিয়ে উপস্থাপন করবেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী যেন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তা পর্যবেক্ষণ করবেন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামাজিক মর্যাদাবোধ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকবেন।

৮. শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

৯. শিক্ষক শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার সময় আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতি (Inter-disciplinary Approach) অনুসরণ করে [যেমন: শব্দভান্ডার, ভাষাগত দক্ষতা, অংকন দক্ষতা, সূক্ষ্ম ও স্থুল পেশি পরিচালনা দক্ষতা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিষয়ক দক্ষতা] এক বিষয়ের যোগ্যতার সাথে অন্যান্য বিষয়ের যোগ্যতার সমন্বয় সাধন করবেন।

১০. শিক্ষক সহায়িকায় প্রতিটি অধ্যায়কে কয়েকটি সেশনে বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর মানসিক পরিপক্বতা, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও শিখন অগ্রগতি বিবেচনা করে প্রয়োজনে সেশন বাড়াতে বা কমাতে পারবেন।

১১. শিক্ষক সহায়িকায় বর্ণিত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের সঙ্গে নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা মিলিয়ে শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করতে পারবেন।

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং উপাসনা ও প্রার্থনা	০১- ২৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	আদর্শ জীবনচরিত	৩০- ৪২
তৃতীয় অধ্যায়	নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি	৪৩- ৬২
চতুর্থ অধ্যায়	ধর্মগ্রন্থ, পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান	৬৩- ৮৭
পঞ্চম অধ্যায়	প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং দেশপ্রেম	৮৮- ১১২

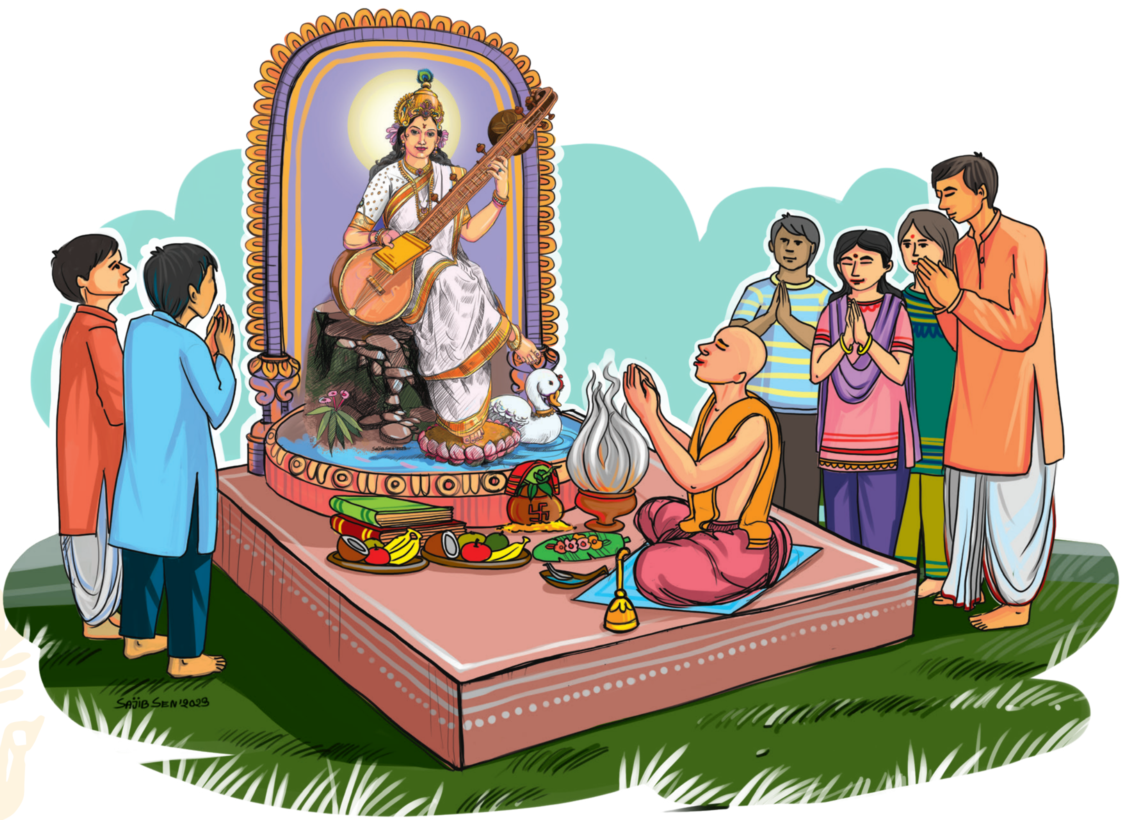

প্রথম অধ্যায়

স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং উপাসনা ও প্রার্থনা

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা

১. সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখে এবং তাঁকে ভালোবেসে নিজ নিজ ধর্মের আদর্শ, বিধি-বিধান এবং ধর্মীয় অনুশাসন অনুশীলন করা।

এই যোগ্যতার শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

১.১ সবকিছুর একজন নির্মাতা বা স্রষ্টা আছেন তা জেনে বলতে পারা এবং তাঁকে ভালোবাসতে আগ্রহী হতে পারা।

সেশন সংখ্যা: ৯

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের পরিচ্ছেদের শিরোনাম:

- স্রষ্টা ও সৃষ্টি
- সর্বশক্তিমান ঈশ্বর
- ঈশ্বরকে ভালোবাসা
- উপাসনা ও প্রার্থনা

বিশেষ নির্দেশনা

শিক্ষক নিচের অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাটি ৯টি সেশনে অর্জন করাবেন।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্র

১. প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

শিক্ষার্থীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টি; সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতি ও জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন; উপাসনা ও প্রার্থনা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রাকৃতিক দৃশ্য, সৌরজগৎ, জীবসেবা, উপাসনা ও প্রার্থনার ছবি, ভিডিও, অডিও, পোস্টার পর্যবেক্ষণ করবে।

২. প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

শিক্ষার্থীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টি; সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতি ও জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন; উপাসনা ও প্রার্থনা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার আলোকে দলগত/জোড়ায়/একক কাজ উপস্থাপন করতে পারবে।

৩. বিমূর্ত ধারণায়ন

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তর, আলোচনা এবং পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে স্রষ্টা ও সৃষ্টি; সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতি ও জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন; উপাসনা ও প্রার্থনা সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করবে।

৪. সক্রিয় পরীক্ষণ

শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে স্রষ্টা ও সৃষ্টি; সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এবং তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতি ও জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন; উপাসনা ও প্রার্থনা সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞান ভূমিকাভিনয়/দেয়ালপত্রিকা/গল্পবলার মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

ধাপ-১

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন: ৩টি

সেশন নম্বর-১: স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১-৬**

উপকরণ: প্রাকৃতিক দৃশ্য, সৌরজগৎ, স্রষ্টার নামসম্বলিত ছবি, ভিডিও, অডিও, পোস্টার ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, উপকরণ প্রদর্শন ও আলোচনা, ব্রেইন স্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. নিম্নোক্ত প্রার্থনা সংগীত সমবেতভাবে গাওয়ার মাধ্যমে বা আনন্দদায়ক কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো, সুন্দর করো হে।
জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে।
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে।
যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে, মুক্ত করো হে বন্ধ।
সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ।
চরণপদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত করো হে।
নন্দিত করো, নন্দিত করো, নন্দিত করো হে।
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলি)

৩. শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের আঙিনায় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাবেন। ক্লাসে ফিরে এসে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও তাদের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

- প্রাকৃতিক দৃশ্যটি দেখতে কেমন লাগছে?
- কেন ভালো লাগছে?
- প্রকৃতিতে কী কী রয়েছে?
- গাছ-পালা কে সৃষ্টি করেছেন?
- আমাদের মাথার উপরে কী রয়েছে?
- সমস্ত সৃষ্টির মূলে কে রয়েছেন?

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ.মূলপাঠ

উপকরণ প্রদর্শন: শিক্ষক উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

- ছবিতে কী কী আছে?
- এসব কে সৃষ্টি করেছেন?
- চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর কে সৃষ্টি করেছেন?
- তোমরা কি তাঁর নাম জান?
- হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে কী বলা হয়?
- স্রষ্টাকে কী কী নামে ডাকা হয়?
- বিভিন্ন ভাষায় স্রষ্টাকে কী বলা হয়?
- সর্বশক্তির অধিকারী কে?
- সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন কে?
- ঈশ্বর কোথায় থাকেন?
- আমাদের জন্ম-মৃত্যু কার দান?
- কে আমাদের লালন-পালন ও ধ্বংস করেন?

আলোচনা

শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন। বিষয়বস্তু আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের সবকিছুর স্রষ্টা ঈশ্বর, তিনি সর্বশক্তিমান তা বুঝিয়ে বলবেন। সুন্দর আমাদের পৃথিবী। এখানে রয়েছে নানা ধরনের গাছ-পালা, লতা-পাতা, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত, বনভূমি, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর। সবকিছুর একজন স্রষ্টা রয়েছেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর নিয়ন্ত্রাধীন। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী । তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তাঁর অনেক নাম। যেমন- হিন্দুরা ঈশ্বর বা ভগবান, মুসলমানরা আল্লাহ এবং খ্রীষ্টানরা গড বলে।

অতঃপর ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ঈশ্বর কী কী সৃষ্টি করেছেন তার মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করবেন। শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের সাথে নিজের মতামতের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।

মাইন্ড ম্যাপ: স্রষ্টার সৃষ্টি

এরপর স্রষ্টার বিভিন্ন নাম দিয়ে মাইন্ডম্যাপ তৈরি করবেন। শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের সাথে নিজের মতামতের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।

মাইন্ড ম্যাপ: স্রষ্টার বিভিন্ন নাম

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

উপসংহার

পৃথিবীর সবকিছুর স্রষ্টা ঈশ্বর। তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করেন। আমরা ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস রেখে তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব এবং দৈনন্দিন জীবনে তা অনুশীলন করব।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর-২: ঈশ্বরকে ভালোবাসা **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৭-৮**

উপকরণ: প্রাকৃতিক দৃশ্য, ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা নিদর্শনের (গাছ-পালা পরিচর্যা, জীবের প্রতি ভালোবাসা) ছবি, ভিডিও, পোস্টার ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, উপকরণ প্রদর্শন, আলোচনা, ভূমিকাভিনয়, ব্রেইন স্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।
(স্বামী বিবেকানন্দ)

এই বাণী সমবেতভাবে উচ্চারণের মাধ্যমে বা আনন্দদায়ক কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের আঙিনায় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাবেন। সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ, গাছ-পালা পরিচর্যা পর্যবেক্ষণ ও তাদের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

- প্রকৃতি কে সৃষ্টি করেছেন?
- প্রকৃতিতে কী কী রয়েছে?
- আমরা কীভাবে বেঁচে থাকি?
- গাছ-পালা কে সৃষ্টি করেছেন?
- সকল জীবকে কে সৃষ্টি করেছেন?
- আমরা কেন ঈশ্বরকে ভালোবাসব?
- আমরা কেন জীবকে ভালোবাসব?

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘ঈশ্বরকে ভালোবাসা’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

উপকরণ প্রদর্শন: শিক্ষক উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

- ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে কী রয়েছে?
- ঈশ্বর কীভাবে আমাদের লালন-পালন করেন?
- কীসে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন?
- কীভাবে আমরা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করতে পারি?
- কীভাবে আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি?
- জীবকে অবহেলা করলে কাকে অবহেলা করা হয়?
- ঈশ্বর আমাদের কী করেন?
- আমরা কেন ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য কাজ করব?
- ‘‘জীবে প্রেম করে যেই জন,
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।”– কে বলেছেন?

আলোচনা

শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন। ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। তিনি আমাদের লালন-পালন করেন। ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। এজন্য জীবকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়। জীবকে অবহেলা করলে ঈশ্বরকে অবহেলা করা হয়।

অতঃপর শিক্ষার্থীদের দলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য করণীয় কাজের মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করবেন। মাইন্ড ম্যাপ তৈরি শেষে শিক্ষার্থীদের এক এক করে পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের সাথে নিজের মতামতের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।

মাইন্ড ম্যাপ: ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য করণীয় কাজ

এরপর কোন কোন কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায় তার মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করবেন। মাইন্ড ম্যাপ তৈরি শেষে শিক্ষার্থীদের এক এক করে পড়ে শোনাবেন। শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের সাথে নিজের মতামতের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।

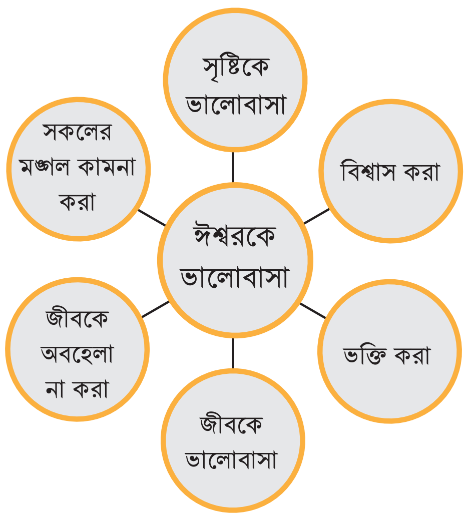

মাইন্ড ম্যাপ: ঈশ্বরকে ভালোবাসা

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

পৃথিবীর সবকিছুর স্রষ্টা ঈশ্বর। তিনি সকল সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করেন। তিনি আমাদের মঙ্গল করেন। তাই আমরা ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করব, বিশ্বাস করব, ভক্তি করব, ভালোবাসব। তাঁর প্রতি আস্থাশীল হব। ভালোবাসব তাঁর সকল সৃষ্টিকে, সকল জীবকে। ভালোবেসে ঈশ্বর ও তাঁর সকল সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করব এবং দৈনন্দিন জীবনে তা অনুশীলন করব।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর-৩: উপাসনা ও প্রার্থনা **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৯-১২**

উপকরণ: উপাসনা ও প্রার্থনা এবং দেব-দেবীর ছবি, অডিও , ভিডিও ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: উপকরণ প্রদর্শন, আলোচনা, ভূমিকাভিনয়, ব্রেইন স্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. সমবেতভাবে নিম্নোক্ত মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে বা আনন্দদায়ক কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।।
(বৃহদারণ্যক উপনিষদ)

সরলার্থ: আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও।

৩. শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

- উপাসনা কী?
- কখন উপাসনা করতে হয়?
- উপাসনা করলে কী হয়?
- প্রার্থনা কী?
- কীভাবে প্রার্থনা করা যায়?

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম 'উপাসনা ও প্রার্থনা' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

উপকরণ প্রদর্শন: শিক্ষক উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

- কীভাবে উপাসনা করা যায়?
- উপাসনা কত প্রকার ও কী কী?
- উপাসনা করলে কী হয়?
- কোন দিক মুখ করে উপাসনায় বসতে হয়?
- আসন কী?
- উপাসনায় কোন কোন আসনে বসতে হয়?
- প্রার্থনার সময় কী বলতে হয়?
- কীভাবে প্রার্থনা করা যায়?
- প্রার্থনা কত প্রকার ও কী কী?

- সমবেত প্রার্থনায় কী হয়?
- কেন নিয়মিত উপাসনা ও প্রার্থনা করা উচিত?
- দেব-দেবী কারা?
- বিপদে মোরে রক্ষা করো..........। – প্রার্থনাটি কার রচনা?

আলোচনা

শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন। ঈশ্বরকে জানা ও উপলব্ধি করার জন্য উপাসনা করতে হয়। উপাসনার অর্থ হলো ঈশ্বরকে স্মরণ করা। একমনে তাঁকে ডাকা। আরাধনা করা। নিরাকার ও সাকার দুভাবে উপাসনা করা যায়। সাকার উপাসনায় দেব-দেবীর পূজা করতে হয়। যজ্ঞ করতে হয়। নিরাকার উপাসনায় ঈশ্বরের গুণকীর্তন, ধ্যান-জপ করতে হয়। উপাসনা একটি নিত্যকর্ম। উপাসনায় বিশেষ আসনে বসতে হয়।

উপাসনার একটি দিক প্রার্থনা। প্রার্থনা হচ্ছে ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া। প্রার্থনা একা করা যায়। সমবেতভাবে করা যায়। নীরবে করা যায়। সরবে করা যায়। প্রার্থনায় ধীর-স্থির হয়ে বসে হাত জোড় করে ঈশ্বরকে ডাকতে হয় । ঈশ্বরের গুণকীর্তন করতে হয়। নিজের ও অন্যের ভালো চাইতে হয়। সর্বজীবের কল্যাণ কামনা করতে হয়। প্রার্থনায় মনোযোগ বাড়ে, দেহ-মন ভালো থাকে, শরীর সুস্থ থাকে। তাই উপাসনা ও প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম।

অতঃপর শিক্ষার্থীরা দলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উপাসনার একটি মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করবেন। মাইন্ড ম্যাপ তৈরি শেষে শিক্ষার্থীদের এক এক করে পড়ে শোনাবেন এবং কীভাবে উপাসনা করতে হয় তা বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের সাথে নিজের মতামতের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।

মাইন্ড ম্যাপ: উপাসনা

দলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রার্থনার একটি মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করবেন। মাইন্ড ম্যাপ তৈরি শেষে শিক্ষার্থীদের এক এক করে পড়ে শোনাবেন এবং কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা বুঝিয়ে বলবেন। শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের সাথে নিজের মতামতের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।

মাইন্ড ম্যাপ: প্রার্থনা

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

ঈশ্বর আছেন। তাঁকে জানা এবং উপলব্ধি করার জন্য বিধি-বিধান মেনে উপাসনা ও প্রার্থনা করতে হয়। উপাসনা ও প্রার্থনা নিত্যকর্ম। উপাসনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে মনোযোগ বাড়ে । আমাদের দেহ-মন ভালো থাকে। শরীর সুস্থ থাকে। উপাসনা ও প্রার্থনা ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর মাধ্যমে আমরা সৎ হতে পারি। ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি। তাই আমরা নিয়মিত উপাসনা ও প্রার্থনা করব।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ধাপ-২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন: ২টি

সেশন নম্বর-৪: স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১-৬**

উপকরণ: সাদা/রঙিন পোস্টার পেপার, মার্কার, স্কেল ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: ব্রেইন স্ট্রমিং, আলোচনা, উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর, দলগত/জোড়ায়/একক কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. ধর্মীয় সংগীত বা আনন্দদায়ক কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' সম্পর্কিত পূর্ববর্তী সেশন-১ এ শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে সে সম্পর্কে তাদের চিন্তা ও আলোচনা করতে বলবেন। এ সম্পর্কিত জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবেন:

- সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন?
- হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে কী বলা হয়?
- সকল শক্তির অধিকারী কে?

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ.মূলপাঠ

বিষয়বস্তু অনুযায়ী দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ ও একক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করবেন। প্রতিটি দলের দলগত কার্যাবলি ঘুরে ঘুরে দেখবেন। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় সহায়তা করবেন। দল গঠন, দলের সংখ্যা, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ ও একক কাজ, সময় সম্পর্কে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন।

দলগত কাজ: ১

- শিক্ষক দুটি দলে ভাগ করে দলগত কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেবেন ।
- দল দুটিকে ঈশ্বরের সৃষ্টি বিভিন্ন বস্তুর নামের তালিকা আলোচনা করে ছকে লিখতে বলবেন।

ঈশ্বরের সৃষ্টি বিভিন্ন বস্তুর নাম

১.	
২.	
৩.	
৪.	
৫.	

দলগত কাজ: ২

- এবার উপর্যুক্ত দল দুটিকে ধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম আলোচনা করে ছকে লিখতে বলবেন।

ধর্মের নাম	ধর্ম অনুসারে ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম
১. হিন্দুধর্ম	
২. ইসলামধর্ম	
৩. খ্রীষ্টধর্ম	

- ছক পূরণ করা/তালিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের সহায়তা নিতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত তথ্যের সাথে শিক্ষক নিজের তথ্যের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

জোড়ায় কাজ: ১

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি জোড়ায় ভাগ করে দেবেন।
- প্রত্যেক জোড়াকে 'সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর এবং তিনি সর্বশক্তিমান' এ সম্পর্কে ৪টি বাক্য লিখতে বলবেন।

একক কাজ: ১

এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি ও ধারণ করার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে একটি চিঠি লিখতে বলবেন।

প্রিয় ঈশ্বর,

....

....

....

....

ইতি

তোমার

....

দলগত /জোড়ায়/একক কাজ উপস্থাপন

- প্রত্যেক দলকে প্রস্তুতকৃত তাদের দলগত কাজসমূহ শ্রেণিতে একে একে উপস্থাপন করতে বলবেন। সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- একদল উপস্থাপনকালে অন্য দলের কোনো প্রশ্ন/জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে বলতে দেবেন।
- উপস্থাপন শেষে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ‘স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর’ নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবেন।
- দলের সদস্যদের আলোচনা/মতামতের ভিত্তিতে নতুন তথ্য সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবেন।
- জোড়ায় কাজ এবং একক কাজ মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে সংশোধন এবং সংযোজন-বিয়োজন করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর। তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর অনেক নাম। তাঁর সম্পর্কে আজকের পাঠের মাধ্যমে জেনেছি। তাই ঈশ্বরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর এবং সকল সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

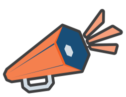

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর-৫: ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং উপাসনা ও প্রার্থনা **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৭-১২**

উপকরণ: সাদা/রঙিন পোস্টার পেপার, মার্কার, স্কেল ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: ব্রেইন স্ট্রমিং, আলোচনা, উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর, দলগত/জোড়ায়/একক কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২.নিম্নোক্ত মন্ত্রটি সমবেতভাবে উচ্চারণের মাধ্যমে বা আনন্দদায়ক কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়।
আবিরাবীর্ম এধি।।

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ)

সরলার্থ: আমাকে অসত্য থেকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকটে প্রকাশিত হও।

৩. 'ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং উপাসনা ও প্রার্থনা' সম্পর্কিত পূর্ববর্তী সেশন-২ এবং ৩ এ শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে সে সম্পর্কে তাদের চিন্তা ও আলোচনা করতে বলবেন। এ সম্পর্কিত জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবেন:

- সকল জীবকে কে সৃষ্টি করেছেন?
- উপাসনা কী ?
- আমরা জীবকে ভালোবাসব কেন?

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম 'ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং উপাসনা ও প্রার্থনা' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ.মূলপাঠ

বিষয়বস্তু অনুযায়ী দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ ও একক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করবেন। প্রতিটি দলের দলগত কার্যাবলি ঘুরে ঘুরে দেখবেন। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় সহায়তা করবেন।

দল গঠন, দলের সংখ্যা, দলগত কাজ, সময় সম্পর্কে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন।

দলগত কাজ: ১

- শিক্ষক দুটি দলে ভাগ করে দলগত কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেবেন ।
- দল দুটিকে কোন কোন কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা যায় তার তালিকা তৈরি করতে বলবেন।

ঈশ্বরকে ভালোবাসা

১.

২.

৩.

৪.

৫.

দলগত কাজ: ২

- এবার উপর্যুক্ত দল দুটিকে কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তার তালিকা তৈরি করতে বলবেন।

কীভাবে প্রার্থনা করতে হয়

১.

২.

৩.

৪.

৫.

জোড়ায় কাজ

- শিক্ষার্থীদের কয়েকটি জোড়ায় ভাগ করে দেবেন।
- প্রত্যেক জোড়াকে বাম পাশের সাথে ডান পাশের বাক্যাংশের মিল করতে বলবেন।

বাম	ডান
১. উপাসনার	দেহ-মন ভালো থাকে।
২. হাত জোড় করে	মনোযোগ বাড়ে।
৩. প্রার্থনায় আমাদের	একটি দিক প্রার্থনা।
৪. উপাসনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে	ঈশ্বরকে ডাকতে হয়।
	একটি দিক পূজা।

- ছক পূরণ/তালিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের সহায়তা নিতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত তথ্যের সাথে শিক্ষক নিজের তথ্যের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

একক কাজ

- কেন ঈশ্বরকে ভালোবাসব? এ সম্পর্কে ৩টি বাক্য লিখতে বলবেন।

দলগত/জোড়ায়/একক কাজ উপস্থাপন

- প্রত্যেক দলকে প্রস্তুতকৃত তাদের দলগত কাজসমূহ শ্রেণিতে একে একে উপস্থাপন করতে বলবেন। সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- একদল উপস্থাপনকালে অন্য দলের কোনো প্রশ্ন/জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে বলতে দেবেন।
- উপস্থাপন শেষে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবেন।
- দলের সদস্যদের আলোচনা/মতামতের ভিত্তিতে নতুন তথ্য সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবেন।
- জোড়ায় এবং একক কাজ মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনে সংশোধন এবং সংযোজন-বিয়োজন করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের লালন-পালন করেন। মঙ্গল করেন। তিনি সকল জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাঁকে জানার জন্য আমাদের উপাসনা ও প্রার্থনা করতে হয়। আমরা জানি উপাসনা ও প্রার্থনা ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। উপাসনা ও প্রার্থনায় আমাদের দেহ-মন ভালো থাকে। উপাসনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা ধার্মিক ও সৎ হতে পারি। ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি। জগতের কল্যাণ কামনা করতে পারি।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ধাপ-৩

বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন: ২টি

সেশন নম্বর-৬: স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১-৬**

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তরে আলোচনা।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. একটি আনন্দদায়ক কাজের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' সম্পর্কিত পূর্ববর্তী সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে সে সম্পর্কে তাদের চিন্তা ও আলোচনা করতে বলবেন। এ সম্পর্কিত জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবেন:

- পৃথিবীর সবকিছু কে সৃষ্টি করেছেন?
- খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা স্রষ্টাকে কী বলে?
- সমগ্র সৃষ্টি কার নিয়ন্ত্রণাধীন ?

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ.মূলপাঠ

- পূর্বের সেশন-৪ এর সাথে মিলিয়ে 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' সম্পর্কিত ধারণাটির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:
  - ১. গাছ-পালা, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি কে সৃষ্টি করেছেন?
  - ২. স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক কী?
  - ৩.সর্বশক্তির অধিকারী কে?
- পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট পাঠের সাহায্যে 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' বিষয়ে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর আলোকে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক ধারণা তুলে ধরবেন।
- শিক্ষার্থীদের ধারণা আরও স্পষ্ট করার জন্য পাঠ্যপুস্তকের 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' সম্পর্কিত অংশ পড়তে বলবেন।

বিষয়বস্তু আলোচনা

সুন্দর আমাদের পৃথিবী। যেদিকে তাকাই সেদিকেই সুন্দর। সুন্দর আর সুন্দর। এখানে রয়েছে নানা ধরনের গাছ-পালা, লতা-পাতা, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, বনভূমি, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর, আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র। সমস্ত সৃষ্টির মূলে রয়েছেন মহান স্রষ্টা। তাঁর অনেক নাম। হিন্দুধর্মে স্রষ্টাকে ঈশ্বর বলা হয়। পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, হরি, ভগবান প্রভৃতি নামেও তাঁকে ডাকা হয়। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা তাঁকে আল্লাহ, খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীরা বলে ঈশ্বর বা গড। বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের অনুশাসন মেনে চলে। বিভিন্ন ভাষায় ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম রয়েছে। ঈশ্বরকে ইংরেজিতে গড, আরবিতে আল্লাহ, ফারসিতে বলা হয় খোদা।

ঈশ্বর সকল শক্তির অধিকারী। তিনি সর্বত্র অবস্থান করেন। সমগ্র সৃষ্টি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি সর্বশক্তিমান। অসীম তাঁর ক্ষমতা। তিনি আমাদের লালন-পালন করেন। আবার তিনিই ধ্বংসও করেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সবকিছুর স্রষ্টা পরমকরুণাময় ঈশ্বর। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু তাঁর অনেক নাম। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। আমরা তা বুঝতে পেরেছি এবং তাঁর সৃষ্টি ও ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছি।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর-৭: ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং উপাসনা ও প্রার্থনা **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৭-১২**

উপকরণ: পাঠ্যপুস্তক।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তরে আলোচনা।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. নিম্নোক্ত শ্লোকটি সমবেতভাবে উচ্চারণের মাধ্যমে বা আনন্দদায়ক কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১/১১)

সরলার্থ: হে দেবী, শরণাগত, দরিদ্র ও পীড়িতজনের পরিত্রাণকারিণী, সকলের দুঃখবিনাশিনী, হে নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।

৩. ‘ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং উপাসনা ও প্রার্থনা’ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে সে সম্পর্কে তাদের চিন্তা ও আলোচনা করতে বলবেন। এ সম্পর্কিত জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবেন:

- প্রকৃতি কে সৃষ্টি করেছেন?
- প্রার্থনা কী ?
- জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা– বুঝিয়ে লেখো।

৩. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং উপাসনা ও প্রার্থনা’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

- পূর্বের সেশন-৫ এর সাথে মিলিয়ে ‘ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং উপাসনা ও প্রার্থনা’ সম্পর্কিত ধারণাটির সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

  ১. ঈশ্বরকে ভালোবাসব কেন?

  ২. জীবকে ভালোবাসব কেন?

  ৩. উপাসনা ও প্রার্থনা কী?

- পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট পাঠের সাহায্যে ‘ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং উপাসনা ও প্রার্থনা’ সম্পর্কিত উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর আলোকে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক ধারণা তুলে ধরবেন।
- শিক্ষার্থীদের ধারণা আরও স্পষ্ট করার জন্য পাঠ্যপুস্তকের ‘ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং উপাসনা ও প্রার্থনা’ সম্পর্কিত অংশ পড়তে বলবেন।

বিষয়বস্তু আলোচনা

ঈশ্বর সকল জীবকে সৃষ্টি করেছেন। তাই ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। সকল জীবের মধ্যে তিনি আছেন। আছেন তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে। প্রকৃতি তাঁর সৃষ্টি। প্রকৃতিতে রয়েছে আমাদের প্রয়োজন মেটানোর সবকিছু। প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে আমরা বেঁচে থাকি। এভাবে তিনি আমাদের লালন-পালন করেন। তাই আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আমরা তাঁকে শ্রদ্ধা করব, বিশ্বাস করব, ভালোবাসব, ভক্তি করব। ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই আমরা জীবকে ভালোবাসব। জীবকে ভালোবাসলে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয়। জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা।

ঈশ্বরকে জানা ও উপলব্ধি করার জন্য উপাসনা করতে হয়। উপাসনা হলো ঈশ্বরকে স্মরণ করা। একমনে তাঁকে ডাকা। তাঁর আরাধনা করা। তাঁর গুণকীর্তন, স্তব-স্তুতি, পূজা, ধ্যান-জপ করা । উত্তর ও পূর্ব দিকে মুখ করে সোজা হয়ে উপাসনা করতে হয়। উপাসনায় বিশেষ আসনে বসতে হয়। উপাসনার একটি দিক প্রার্থনা। প্রার্থনা হলো ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া। প্রার্থনায় বলতে হয়, “হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে ভালো পথে নিয়ে যাও। কল্যাণের পথ

দেখাও। আলোর পথ দেখাও। তুমি সকল জীবের মঙ্গল করো।” প্রার্থনা একা করা যায় আবার সমবেতভাবে করা যায়। নীরবে করা যায়। আবার সরবে করা যায়। প্রার্থনায় ধীর-স্থির হয়ে বসে হাত জোড় করে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়। ঈশ্বরের গুণকীর্তন করতে হয়। নিজের এবং অন্যের ভালো চাইতে হয়। সকল জীবের কল্যাণ কামনা করতে হয়। উপাসনা ও প্রার্থনায় দেহ-মন পবিত্র হয়। শরীর সুস্থ থাকে। তাই উপাসনা ও প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

ঈশ্বর সকল জীবকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসাই ঈশ্বরকে ভালোবাসা। উপাসনা ও প্রার্থনা ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এর মাধ্যমে আমরা সৎ ও ধার্মিক হতে পারি। ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারি। তাই আমরা নিয়মিত উপাসনা ও প্রার্থনা করব।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ধাপ-৪

সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন: ২টি

সেশন নম্বর- ৮: স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১-৬**

উপকরণ: ভিপ কার্ড, সাইনপেন, আর্টপেপার, পোস্টার পেপার, রং পেন্সিল, বিভিন্ন রঙের কলম, কাঁচি, আঠা ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: দেয়ালপত্রিকা তৈরি ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি ধর্মীয় সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে অথবা একটি মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' সম্পর্কিত পূর্ববর্তী সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে সে সম্পর্কে তাদের চিন্তা ও আলোচনা করতে বলবেন। এ সম্পর্কিত জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবেন:

- সৌরজগৎ কে সৃষ্টি করেছেন?
- বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা কার অনুশাসন মেনে চলেন?
  ঈশ্বর সর্বশক্তির অধিকারী – বুঝিয়ে লেখো।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

দেয়ালপত্রিকা উপস্থাপন

'ঈশ্বর সর্বত্র, সকল জীবের মধ্যে বিরাজমান' এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের লব্ধ ধারণা দিয়ে একটি দেয়ালপত্রিকা প্রস্তুত করতে বলবেন।

- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে কাজটি সম্পাদন করতে নির্দেশনা দেবেন।
- এজন্য দলের কে কী করবে তা দলনেতাকে বুঝিয়ে দেবেন।
- দেয়ালপত্রিকাটি প্রদর্শনের জন্য শিক্ষক একটি স্থান নির্বাচন করে দেবেন।
- শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ জানাবেন।
- দেয়ালপত্রিকার কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য কী কী ঘাটতি আছে তা চিহ্নিত করবেন এবং তা নিরসনে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেবেন।
- সুন্দর কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন ও ধন্যবাদ জানাবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিষয়ে নির্দেশিত দেয়ালপত্রিকা প্রস্তুত করেছে। এর মাধ্যমে বিষয়টি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। দেয়ালপত্রিকা উপস্থাপনের মাধ্যমে বিষয়-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান নিজেরা যেমন লাভ করেছে এবং অন্যদেরও জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দিয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাজের প্রশংসা করবেন যাতে তারা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে এ ধরনের কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর- ৯: ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং উপাসনা ও প্রার্থনা **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৭-১২**

উপকরণ: দেবী সরস্বতীর ছবি, মন্দিরের ছবি ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: ভূমিকাভিনয়।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমবেতভাবে নিম্নোক্ত প্রার্থনা সংগীত গাওয়ার মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম মুছায়ে;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
(রজনীকান্ত সেন)

৩. 'ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং উপাসনা ও প্রার্থনা' সম্পর্কিত পূর্ববর্তী সেশনগুলোতে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে সে সম্পর্কে তাদের চিন্তা ও আলোচনা করতে বলবেন। এ সম্পর্কিত জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবেন:

- ঈশ্বর কোথায় থাকেন ?
- আসন কী? দুইটি আসনের নাম বলো।
- আমরা কেন ঈশ্বরকে ভালোবাসব? বুঝিয়ে লেখো।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বর' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ.মূলপাঠ

ভূমিকাভিনয়

এবার শিক্ষার্থীদের দিয়ে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপাসনা ও প্রার্থনার বিষয়টি উপস্থাপন করবেন। সেজন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেবেন। দল গঠন করে দেবেন এবং দলের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ভূমিকাভিনয় করতে সহায়তা করবেন।

উক্ত ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে ও দৈনন্দিন জীবনে তা অনুশীলন করতে উৎসাহিত করবেন। দলের শিক্ষার্থীরা এক একজন করে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলবে। যেমন-

- আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি।
- আমি ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করি।
- আমি নিয়মিত ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রার্থনা করি।
- আমি জীবকে ভালোবাসি।
- আমি জীবের কল্যাণ কামনা করি।
- আমি নিজের ও অন্যের ভালো চাই।
- আমি পূজা, আরাধনা, স্তব-স্তুতি, ধ্যান-জপ করি।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং উপাসনা ও প্রার্থনা বিষয়ে নির্দেশিত ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে বিষয়টি

সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। আশাকরি এর মাধ্যমে বিষয়-সংশ্লিষ্ট জ্ঞান নিজেরা যেমন লাভ করেছে এবং অন্যদেরও জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দিয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাজের প্রশংসা করবেন যাতে তারা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে এ ধরনের কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

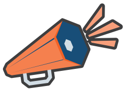

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

প্রথম অধ্যায়

পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ও পারদর্শিতার মাত্রা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক সংখ্যা (PI)	পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
১.১ সবকিছুর একজন নির্মাতা বা স্রষ্টা আছেন তা জেনে বলতে পারা এবং তাঁকে ভালোবাসতে আগ্রহী হতে পারা।	০৮.০৩.০১.০১ PI- ০১	সবকিছুর একজন নির্মাতা বা স্রষ্টা আছেন সে ধারণা প্রকাশ করতে পারছে।	বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বস্তু ও নির্মাতার নাম প্রকাশ করতে পারছে।	পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান ও তাদের নির্মাতার নাম চিহ্নিত করতে পারছে।	সবকিছুর স্রষ্টা ঈশ্বর, উদাহরণসহ তা প্রকাশ করতে পারছে।
	০৮.০৩.০১.০২ PI- ০২	ঈশ্বর সর্বশক্তিমান তা জেনে তাঁকে ভালোবাসতে আগ্রহী হতে পারছে।	ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর সম্পর্কে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করতে পারছে।	ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নিজ আচরণে ধর্মীয় বিধি-বিধান অনুসরণ করতে পারছে।	ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস,ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য উপাসনা ও প্রার্থনা অনুশীলন করতে পারছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আদর্শ জীবনচরিত

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা

২. ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের (অবতার, মহাপুরুষ, মহীয়সী নারী, ধর্মগুরু ও সাধক-সাধিকা) জীবনচরিত ও উপদেশ জেনে ব্যক্তিগত জীবনে তা অনুসরণ করা।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

২.১ ধর্মীয় ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ জেনে নিজ জীবনে তা অনুসরণ করতে পারা।

সেশন সংখ্যা: ৪

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের পরিচ্ছেদের শিরোনাম:

- ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব (স্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ী)
- জীবনাদর্শ অনুসরণ

বিশেষ নির্দেশনা

শিক্ষক নিচের অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাটি ৯টি সেশনে অর্জন করাবেন।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্র

১. প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা
শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের জীবনাদর্শ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ছবি,ভিডিও,আশ্রম,মন্দির,তীর্থস্থান পর্যবেক্ষণ করবে।

২. প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের জীবনাদর্শ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার আলোকে দলগত বা একক কাজ উপস্থাপন করতে পারবে।

৩. বিমূর্ত ধারণায়ন
শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তর,আলোচনা এবং পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে স্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ীর মতো ধর্মীয় ব্যক্তিদের মহত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করবে।

৪. সক্রিয় পরীক্ষণ
শিক্ষার্থীরা একজন মহাপুরুষ ও একজন মহীয়সী নারীর বাণী,কল্যাণকর্ম ও মহত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে অর্জিত জ্ঞান উপস্থাপন করতে পারবে।

ধাপ-১

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন: ১টি

সেশন নম্বর- ১০: ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শ অনুসরণ **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১৩-২৩**

উপকরণ: ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের ছবি,আশ্রম ও তীর্থস্থানের ছবি, ভিডিও চিত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: উপকরণ প্রদর্শন, আলোচনা,গল্পবলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. পাঠের প্রতি আগ্রহী এবং শিখন পরিবেশ তৈরির জন্য গায়ত্রী মন্ত্রটি আবৃত্তি করে শোনাবেন:

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ
তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ।।

৩. উল্লেখযোগ্য কয়েকজন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর ছবি / ভিডিও/ তীর্থস্থানের ছবি দেখিয়ে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- ছবিতে কাদের দেখা যাচ্ছে ? তাঁদের নাম বলো ।
- তোমাদের বাড়িতে কোন কোন মনীষীর ছবি আছে ?
- স্বামী প্রণবানন্দের ছবি দেখিয়ে বলবেন- ছবিটা কার?
- নির্মলা সুন্দরী কার নাম ছিল?
- মা আনন্দময়ী কোথায় আশ্রম গড়ে তুলেছিলেন?
- বাড়িতে পারিবারিকভাবে তোমরা কাকে অনুসরণ কর?

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ‘ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শ অনুসরণ’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

উপকরণ প্রদর্শন: শ্রীশ্রী চৈতন্য, শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর, মা সারদা, ভগিনী নিবেদিতা এবং স্বামী প্রণবানন্দের চিত্র, ভিডিও ইত্যাদি প্রদর্শন করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে কিছু শিক্ষার্থীকে ছবি, ভিডিও প্রদর্শিত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন :

১. ছবিগুলো দেখিয়ে একে একে নাম জিজ্ঞেস করবেন ?

- মানুষের জন্য তাঁরা কী কী করেছেন?
- কেন আমরা তাঁদের স্মরণ করি ?
- তাঁদের কেন আমরা শ্রদ্ধা ভক্তি করি ?
- স্বামী প্রণবানন্দ সম্পর্কে তোমরা কে কী জানো ?
- মা আনন্দময়ীর শৈশবের নাম কী ছিল?

আলোচনা

শিক্ষার্থীদের উত্তরের প্রেক্ষিতে ছবিতে প্রদর্শিত মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারী যাঁরা মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাঁদের সম্পর্কে জানাবেন। তাঁদের অবদান উল্লেখ করে পাঠ্য বিষয়বস্তু স্পষ্ট করবেন। শিক্ষক স্বামী প্রণবানন্দের জন্মস্থান, পিতা- মাতার নাম, তাঁর শিক্ষাজীবন সম্পর্কে বলবেন। আধুনিক শিক্ষা এবং আত্মিক

সাধনার সমন্বয়ে উন্নত সমাজ জীবন গড়ে তোলার জন্য তিনি কাজ করেছেন। দেশপ্রেম ও সংঘশক্তির গুরুত্ব স্বামী প্রণবানন্দ অনুভব করেছিলেন এবং সমাজের গরীব দুঃখীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। উন্নত মানব সমাজ তৈরিতে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ভারত সেবাশ্রম গড়ে তুলেছিলেন।

মা আনন্দময়ী হরিভক্ত ছিলেন। ছোট বেলা থেকেই হরিনাম করতেন। তিনি বলতেন, সব পথেই সত্যকে পাওয়া যায়। সব ধর্ম সমান। সব মানুষ সমান। কর্তব্যকর্ম করে যাওয়া মানুষের কর্তব্য। তাঁর কর্ম ও জীবনাদর্শ অনুসরণ করলে আমাদের সকলের মঙ্গল হবে।

➡ শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে স্বামী প্রণবানন্দের কর্ম ও জীবন সম্পর্কে বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপ করবেন।

মাইন্ড ম্যাপ: স্বামী প্রণবানন্দ

➡ এরপর শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে মা আনন্দময়ীর কর্ম ও জীবন সম্পর্কে বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপ করবেন।

মাইন্ড ম্যাপ: স্বামী প্রণবানন্দ

- শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের সাথে নিজের মতামতের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

মহাপুরুষ এবং মহীয়সী নারীদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে যে কেউ তার নিজেদের জীবনকে উন্নত করতে পারে। ধর্মীয় ব্যক্তিদের জীবনযাপন এবং মহৎ সাধনার গুণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের করণীয় কী, শিক্ষক তা উপস্থাপন করবেন। ধর্মীয় জীবন যাপনের মধ্য দিয়েও ইহজাগতিক, সামাজিক কল্যাণ সাধন যে করা যায় তা স্বামী প্রণবানন্দ আমাদের দেখিয়েছেন। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ না করে শিক্ষা ও সংঘশক্তি দ্বারা মানব কল্যাণের পথনির্দেশ তিনি করেছেন।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সবার কল্যাণ কামনা করে পাঠসমাপ্তির ঘোষণা করবেন।

ধাপ- ২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন: ১টি

সেশন নম্বর- ১১: ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শ অনুসরণ **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১৩-২৩**

উপকরণ: ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের ছবি,আশ্রম ও তীর্থস্থানের ছবি, ভিডিও চিত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা,গল্পবলা,দলগত কাজ,মাইন্ড ম্যাপিং, ব্রেইন স্টর্মিং ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. সবাই মিলে একটি কবিতা আবৃত্তি করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। যেমন:

"মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে, স্বীয় কীর্তিধ্বজা ধরে
আমরাও হব বরণীয়।"

(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

৩. আমাদের এই পৃথিবীতে কেউ কেউ আছেন যাঁরা অপরের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেন। পরের মঙ্গল,জগতের মঙ্গল করাই তাঁদের লক্ষ্য। এমন মহৎ মানুষের নাম শিক্ষার্থীদের বলতে দেবেন।

- স্বামী প্রণবানন্দ ।
- মা আনন্দময়ী
- সারদা দেবী
- স্বামী বিবেকানন্দ
- শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর
- শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু
- ভগিনী নিবেদিতা

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে পাঠ্য বিষয়ের শিরোনাম 'ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শ অনুসরণ' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

দলগত কাজ: ১

- শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করে স্বামী প্রণবানন্দের ও মা আনন্দময়ীর জীবনের আদর্শগুলো লিখতে বলবেন। লেখা শেষে দল থেকে পড়ে শোনাতে বলবেন।

শাপলা দল: স্বামী প্রণবানন্দের জীবনের আদর্শ লিখবে-

ক্রমিক	স্বামী প্রণবানন্দের জীবনের আদর্শ
১	মানুষ মানুষে ভেদাভেদ না করা।
২	শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত করা।
৩	ধর্মীয় মনোভাব জাগিয়ে তোলা।
৪	সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা।
৫	একে অপরের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা।
৬	মন্দির প্রতিষ্ঠা করা।
৭	সনাতন আদর্শ রক্ষা করা।
৮	ধর্মের আদর্শ মেনে চলা।
৯	-----

শিউলী দল: মা আনন্দময়ীর জীবনের আদর্শ লিখবে-

ক্রমিক	মা আনন্দময়ীর জীবনের আদর্শ
১	ভগবানকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করা।
২	মা-বাবা ও গুরুজনকে ভক্তি করা।
৩	মা-বাবা ও গুরুজনদের কথা মেনে চলা।
৪	সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা।
৫	মানুষে মানুষে ভেদাভেদ না করা।
৬	উদার হওয়া।
৭	-----
৮	-----

শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের সাথে নিজের মতামতের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

আমরা স্বামী প্রণবানন্দ ও মা আনন্দময়ীর জীবনাদর্শ অনুসরণ করব। নিজের জীবন ও কর্মে প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করব। এতে আমাদের সবার মঙ্গল হবে। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ধাপ- ৩

বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন: ১টি

সেশন নম্বর- ১২: ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শ অনুসরণ **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১৩-২৩**

উপকরণ: ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের ছবি,আশ্রম ও তীর্থস্থানের ছবি, ভিডিও চিত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. সবাই মিলে একটি মন্ত্র/কবিতা আবৃত্তি করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। যেমন:

"অসতো মা সদগময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়
আবিরাবীর্ম এধি।।"

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ)

৩. আমাদের এই পৃথিবীতে অনেকে আছেন যাঁরা সৎ পথে চলেন, অধর্ম করেন না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং অপরের হিতের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেন। পরের মঙ্গল, জগতের কল্যাণ করাই তাঁদের লক্ষ্য। এমন মহৎ মানুষগণই পৃথিবীতে অমর হয়ে থাকেন।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম 'ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শ অনুসরণ' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

পূর্বের পাঠের সাথে মিলিয়ে "ধর্মীয় ব্যাক্তিত্ব ও জীবনাদর্শ অনুসরণ" সম্পর্কিত ধারণাটির সাথে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

- মানুষের জন্য মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীগণ কী কী করেছেন?
- কেন আমরা তাঁদের স্মরণ করি?
- তাঁদের কেন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি?
- সঙ্ঘ শক্তি ও সঙ্ঘ নেতার প্রয়োজন কেন?
- কে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালন করতে বলেছেন?

পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট পাঠের সাহায্যে "ধর্মীয় ব্যাক্তিত্ব ও জীবনাদর্শ অনুসরণ" সম্পর্কিত উল্লখিত প্রশ্নগুলোর আলোকে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক ধারণা তুলে ধরবেন।

শিক্ষার্থীদের ধারণা আরও স্পষ্ট করার জন্য পাঠ্যপুস্তকের "ধর্মীয় ব্যাক্তিত্ব ও জীবনাদর্শ অনুসরণ" সম্পর্কিত অংশ পড়তে বলবেন।

বিষয়বস্তু প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

মহাপুরুষ এবং মহীয়সী নারীদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে যে কেউ তার নিজেদের জীবনকে উন্নত করতে পারে। ধর্মীয় ব্যক্তিদের জীবনযাপন এবং মহৎ সাধনার গুণ বর্ণনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের করণীয় কি, শিক্ষক তা উপস্থাপন করবেন।

আধুনিক শিক্ষা এবং আত্মিক সাধনার সমন্বয়ে উন্নত সমাজ জীবন গড়ে তোলার জন্য স্বামী প্রণবানন্দ কাজ করেছেন। দেশপ্রেম ও সংঘশক্তির গুরুত্ব স্বামী প্রণবানন্দ অনুভব করেছিলেন এবং সমাজের গরীব দুঃখীদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি উন্নত মানব সমাজ তৈরিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ও ভারত সেবাশ্রম গড়ে তুলেছিলেন। ধর্মীয় জীবন যাপনের মধ্য দিয়েও ইহজাগতিক সামাজিক কল্যাণ সাধন যে করা যায় তা স্বামী প্রণবানন্দ আমাদের দেখিয়েছেন।

মানুষে মানুষে ভেদাভেদ না করে শিক্ষা, সততা ও সংঘশক্তি দ্বারা মানব কল্যাণের পথনির্দেশ করেছেন মা আনন্দময়ী। ধর্মসাধনার মধ্যে এক ধরনের সৌন্দর্য রয়েছে। গভীর বিশ্বাস ও মানসিক শক্তি যোগায়। তাছাড়া, নিমগ্ন ঈশ্বর চিন্তা মানুষকে এক ধরনের প্রশান্তিও প্রদান করে। মা আনন্দময়ীর ধর্ম সাধনা থেকে একথাই আমরা বুঝতে পারি।

শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্নের উত্তর বলতে ও লিখতে দেবেন:

- ভারত সেবাশ্রম কে গড়ে তুলেছিলেন?
- মানুষে মানুষে ভেদাভেদ না করে মানব কল্যাণের পথনির্দেশ দিয়েছেন কে?
- স্বামী প্রণবানন্দের ৩টি জীবনাদর্শ লেখ।
- মা আনন্দময়ীর ৩টি জীবনাদর্শ লেখ।
- মা আনন্দময়ীর দুটি বাণী সুন্দর করে পোস্টারে লেখ। (২/৩ দলে)

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

সনাতন ধর্মের ইতিহাসে স্বামী প্রণবানন্দ এবং মা আনন্দময়ীর বিশেষ অবদান রয়েছে। স্বামী প্রণবানন্দ শৈশব থেকেই ধর্ম,নৈতিকতা,একতা এবং শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে সনাতন ধর্মের আদর্শকে প্রচার ও প্রসারের কাজ করেছিলেন। পরাধীন ভারতবর্ষে শিবজ্ঞানে জীবসেবায় গরীব-দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি তীর্থ যাত্রীদের জন্য ভারত সেবাসংঘ এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মা আনন্দময়ী আমৃত্যু ঈশ্বর ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন। ‘‘সংসারটা ভগবানের। কর্তব্যকর্ম করে যাওয়া মানুষের কর্তব্য।’’, ‘‘সব ধর্ম সমান, সব মানুষ সমান।’’ মা আনন্দময়ীর এমন বাণী সবার জন্য মঙ্গলজনক। শিক্ষার্থীদের মহান ব্যক্তিদের জীবন ও আদর্শ বুঝতে সহায়তা করবেন।

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ধাপ- ৪

সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন: ১টি

সেশন নম্বর- ১৩: ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শ অনুসরণ **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ১৩-২৩**

উপকরণ: ভিপ কার্ড,সাইনপেন,মার্কার পেন, বোর্ডপিন, রঙিন কাগজ ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: দেয়াল পত্রিকা,ভূমিকাভিনয়, গল্পবলা, পোস্টার তৈরি ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি গানের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। যেমন:

ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা।
ও আমার দেশের মাটি,তোমার পরে ঠেকাই মাথা।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৩.শিক্ষার্থীদের পূর্বপাঠের শিখন যাচাই করে দেখার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। যেমন-

- স্বামী প্রণবানন্দ কেন গয়াধাম গিয়েছিলেন?
- মা আনন্দময়ী প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম কী?

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পঠের শিরোনাম ‘ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শ অনুসরণ’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ.মূলপাঠ

স্বামী প্রণবানন্দ এবং মা আনন্দময়ী সম্পর্কে পোস্টার ও ভিপ কার্ড (VIPP Card) ব্যবহার করে দেয়ালিকা প্রস্তুত করতে বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা দলগত কাজ উপস্থাপন করবে।

- শিক্ষার্থীদের টিয়া ও দোয়েল নামে দুটি দলে ভাগ করে দেবেন।
- একটি দলকে স্বামী প্রণবানন্দ এবং অন্য দলকে মা আনন্দময়ী সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত নিয়ে কাজটি করতে নির্দেশনা দেবেন।

- এর জন্য দলের কে কীভাবে কাজটি করবে তা দলনেতাকে বুঝিয়ে দেবেন।
- দেয়াল পত্রিকাটি প্রদর্শনের জন্য শিক্ষক একটি স্থান নির্বাচন করে দেবেন।
- বিষয় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রদর্শনীতে আমন্ত্রণ জানাবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

স্বামী প্রণবানন্দ এবং মা আনন্দময়ী সম্পর্কে তোমরা একটি চমৎকার দেয়াল পত্রিকা তৈরি করেছ। এখানে উক্ত মনীষীদের জীবন ও কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন ঘটেছে। আশাকরি তোমরাও মহৎ ব্যক্তিদের আদর্শ অনুসরণের মধ্য দিয়ে জগতে ভালো কাজ করবে এবং স্মরণীয়,বরণীয় হয়ে উঠবে।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের সুন্দর কাজের জন্য প্রশংসা করবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠ শেষ করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ও পারদর্শিতার মাত্রা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক সংখ্যা (PI)	পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
২.১ ধর্মীয় ব্যক্তি কারা তা জেনে বলতে পারা এবং তাঁদের জীবনাদর্শ নিজ জীবনে অনুসরণ করা।	০৮.০৩.০১.০৩ PI- ০৩	ধর্মীয় ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে ধর্মানুশীলন করতে পারছে।	ধর্মীয় ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ জেনে প্রকাশ করতে পারছে।	ধর্মীয় ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করতে পারছে।	ধর্মীয় ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করে ধর্মানুশীলন করতে পারছে।

তৃতীয় অধ্যায়

নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা

৩. ধর্মাদর্শ অনুসরণে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি (সত্যবাদিতা, সততা, শুদ্ধাচার, শ্রদ্ধা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সদাচার, সহমর্মিতা, পরোপকার, উদারতা, ত্যাগের মনোভাব ও পরমত সহিষ্ণুতা, ভালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ ইত্যাদি) অর্জন করে সঠিক পথে চলতে পারা।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৩.১ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি হিসেবে পরোপকার ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে জেনে পরোপকারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা এবং ন্যায় অন্যায় বুঝে ন্যায়ের পথে চলতে পারা।

সেশন সংখ্যা: ৪

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের পরিচ্ছেদের শিরোনাম:

- মানবিকতা
- পরোপকার
- ন্যায়-অন্যায়
- সকলের তরে সকলে আমরা

বিশেষ নির্দেশনা

শিক্ষক এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্রটি সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে শ্রেণিভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাটি অর্জন করাবেন মোট ৭টি পাঠে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্র

১. প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

শিক্ষার্থীরা নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি হিসেবে পরোপকার ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে জেনে এসব গুণাবলি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা লাভের জন্য মানবিক, ন্যায়-অন্যায় ও পরোপকার সংশ্লিষ্ট আচরণ,ছবি,ভিডিও ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করবে।

২. প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

শিক্ষার্থীরা মানুষের প্রতি মানবিকতা, পরোপকার অনুশীলন এবং ন্যায়-অন্যায় কাজের পার্থক্য সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার আলোকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে পারবে।

৩. বিমূর্ত ধারণায়ন

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তর,আলোচনা এবং পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে মানবিকতা, পরোপকার অনুশীলন এবং ন্যায়-অন্যায় কাজের পার্থক্য সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করবে।

৪. সক্রিয় পরীক্ষণ

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা মানবিকতা, পরোপকার অনুশীলন এবং ন্যায়-অন্যায় কাজের পার্থক্য সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞান প্রজেক্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

ধাপ-১

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন: ৩টি

সেশন নম্বর-১৪ : মানবিকতা **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ২৪-২৬**

উপকরণ: মানবিক গুণাবলির গল্প, ঘটনাসম্বলিত ছবি, ভিডিও, টেক্সট বই, চার্ট, পোস্টার ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: উপকরণ প্রদর্শন, আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।

২. বিষয়বস্তু সম্পর্কিত গান বা আনন্দদায়ক ঘটনা বা কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নগুলো করবেন:

- আমরা সাধারণত আমাদের বন্ধু, সহপাঠীদের সাথে কেমন আচরণ করে থাকি?
- তোমার বন্ধু বা অন্য কেউ যদি তোমার সাথে ভালো বা মানবিক আচরণ করে তখন তোমার কেমন লাগে?
- তোমার বন্ধু বা অন্য কেউ যদি তোমার সাথে খারাপ বা অমানবিক আচরণ করে তখন তোমার কেমন লাগে ?
- শিক্ষার্থীদের উত্তর প্রদানে উৎসাহিত করবেন, প্রয়োজনে সহযোগিতা করবেন।
- এ ক্ষেত্রে যদি আরো অভিজ্ঞতা থাকে সেগুলোও শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করুন।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘মানবিকতা’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

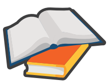

খ. মূলপাঠ

উপকরণ প্রদর্শন: শিক্ষক উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের ভাল করে দেখার সুযোগ দিয়ে প্রশ্ন করবেন: ছবিতে / ভিডিওটিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?

- ছবি / ভিডিওটি থেকে কোন গল্প খুঁজে পাই কি ?
- জোড়ায় আলোচনা করে নিজেদের তৈরি গল্পটি বল।
- গল্প তৈরি করতে তোমাদের কেমন লেগেছে?
- কেউ যদি তোমার প্রতি মানবিক আচরণ করে তখন তোমার কেমন লাগে?
- কেউ যদি তোমার সাথে অমানবিক কাজ করে তখন তোমার কেমন লাগে?

অভিজ্ঞতাভিত্তিক গল্প বলা

দিব্য’র মানবিকতা

কাব্য ও দিব্য একই শ্রেণিতে পড়ে। কাব্যকে তার মা একটি সুন্দর রং পেন্সিলবক্স কিনে দিলেন। সে এটি বন্ধুদের দেখাতে স্কুলে নিয়ে গেল। দিব্য বাসায় ফিরে মাকে ঐ রকম সুন্দর রং পেন্সিলবক্স কিনে দেওয়ার জন্য আবদার করল। দিব্যদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। মা তাই কিনে দিতে

আগ্রহ দেখালেন না। দিব্য ‘র মন খারাপ হয়ে গেল। দিব্য রাতে পড়তে বসেছে। ব্যাগ খুলে দেখে কাব্যর সুন্দর রং পেন্সিল বক্সটি তার ব্যাগে। সে তো আনেনি, তবে কেমন করে এলো! সে মায়ের কাছে বক্সটি পেতে চেয়েছিল। এখন বক্সটি এভাবে পেয়ে সে অবাক হলো। তার ভালো লাগল না। পরের দিন স্কুলে গিয়ে ঘটনাটি শিক্ষককে বলল। আসলে কাব্য নিজেই তাড়াহুড়ো করে দিব্য’র ব্যাগে বক্সটি রেখে দিয়েছিল। দিব্যর সততাতে সকলে মুগ্ধ হলো। শ্রেণিশিক্ষক দিব্যকে অনেক প্রশংসা করলেন। করতালির মাধ্যমে উৎসাহিত করলেন। রং পেন্সিল বক্সটি ফিরিয়ে দিয়ে দিব্য সততার পরিচয় দিয়েছে। তিনি আরো বললেন বড় হয়েও তুমি এভাবে মানবিকতার অনুশীলন করবে।

- গল্পটি শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে গল্পের মানবিকতার উদাহরণটি কেমন লাগলো জানতে চাইবেন।
- শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপিং পরিচালনা করে মানবিক ও পরোপকার করার বিভিন্ন কাজ ও কাজের অভিজ্ঞতা বলে সহায়তা করবেন।

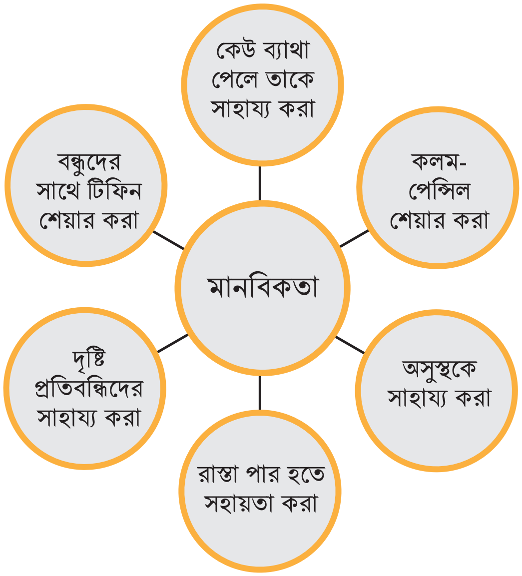

মাইন্ড ম্যাপিং: মানবিকতা

আলোচনা

শিক্ষার্থীদের উত্তরের সুত্র ধরে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন। পরোপকার এবং মানবিকতা এই গুণগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। সমাজে আমরা একজনকে ছাড়া আর একজন বাঁচতে পারি না, মানবিক আচরণ সকলের জন্যই প্রয়োজন। পরোপকার করা একটি মহৎ মানবিক ও ধর্মীয় গুণ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন। মানবিকতা ও পরোপকারের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি আলোচনা করবেন। প্রয়োজনে মাইন্ডম্যাপের মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে আমরা যে উপকার পাই তা প্রদর্শন করবেন।

দলীয় /জোড়ায় কাজ -১: পাঠ্য পুস্তকের ২৫ পৃষ্ঠার অনুশীলন কাজ

ছবির পাঁচটি আঙুলে পাঁচটি ভালো কাজের নাম লেখো। দেখো তোমার পাশের বন্ধুর পাঁচটি কাজের সঙ্গে তোমার কয়টি মেলে ।

দলীয় /জোড়ায় কাজ -২:

- পাঠ্য পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠার অনুশীলন কাজ - যাচাই করি অংশটি দলে/জোড়ায় অনুশীলন করতে দেবেন।
- শিক্ষার্থীরা অনুশীলন বা খেলার ছলে ছকে প্রদত্ত এলোমেলোভাবে দেওয়া বর্ণ/বর্ণসমষ্টি সাজিয়ে লিখলে মানবিকতা বিষয়ক পাঠটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলো পাওয়া যাবে।
- শব্দ সাজানোর এই খেলাটি শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট আরো শব্দ ব্যবহার করে পরিচালনা করতে পারবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিঅর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

আমরা আমাদের জীবন-যাপন বা ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য, সমাজে সকলে মিলে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের মানবিক ও পরোপকারী হতে হবে। আমরা এই পাঠে এই বিষয়ে জেনেছি । মানবিক আচরণ এবং পরের উপকার করলে আমরাও অন্যের কাছ থেকে মানবিক আচরণ পাব। এই গুণগুলো অনুশীলন করা ধর্মের কাজ। আমরা সকলেই মানবিক হবো । আমরা সকলেই পরোপকার করার চেষ্টা করবো।

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর- ১৫: পরোপকার

পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ২৭-২৮

উপকরণ: পরোপকার ও পরোপকার করার বাণী সম্বলিত চার্ট, ভিডিওচিত্র/স্থিরচিত্র, গল্প/উপাখ্যান, নাট্যাংশ, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: উপকরণ প্রদর্শন, আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আনন্দদায়ক একটি কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঠদানের পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. শিক্ষক আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য পরোপকার সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ শিক্ষার্থীদের বলতে বলবেন। শিক্ষক পরোপকারের উদাহরণসম্বলিত একটি চার্ট ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের একে একে পড়তে বলবেন।

৩. কার্যক্রমটির সূত্র ধরে আজকের পাঠ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে পাঠের শিরোনাম ‘পরোপকার’ লিখে দেবেন।

৪. পাঠটির উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন।

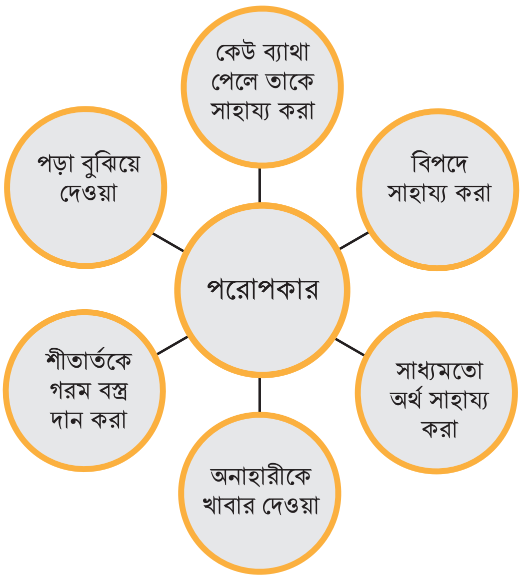

মাইন্ড ম্যাপিং: পরোপকার

খ. মূলপাঠ

উপকরণ প্রদর্শন

১. ছবির মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পাঠ্য পুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠার ছবিগুলো দেখে প্রতিটি ছবির পাশে ছবির বিবরণ লিখতে বলবেন।
- প্রয়োজনে সহায়তা দিয়ে ছবিতে পরোপকারের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।
- এ অনুশীলনে শিক্ষক সুবিধামতো দলে/ জোড়ায় বা এককভাবে অংশগ্রহণ করতে শিক্ষার্থীদের বলবেন।

এবার শিক্ষক পাঠটি ভালোভাবে বুঝাতে পেরেছেন কি না তা যাচাইয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের নিম্নের প্রশ্নগুলো করবেন–

- একজন অন্ধ ব্যক্তির প্রতি তুমি তোমার দায়িত্ব কীভাবে পালন কর?
- একজন শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধি ব্যক্তি বা সহপাঠীকে তুমি কীভাবে সহায়তা কর?
- এতে ঐ ব্যক্তি বা সহপাঠীর কী হয়?
- পরোপকার কর এরূপ একটি কাজের নাম বল।
- অন্যের জন্য ভালোকাজ বা উপকার করলে তোমার কেমন লাগে?
- তুমি যখন কোন অসুবিধায় পড় তখন তুমি অন্যের কাছে কী আশা কর?
- একজন অসহায় বন্ধুকে তুমি কীভাবে উপকার করতে পার?

শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে উল্লিখিত প্রশ্নগুলো করবেন। প্রয়োজনে উত্তরদানে শিক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করবেন।

আলোচনা

শিক্ষার্থীদের উত্তরের সুত্র ধরে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন। পরোপকার করার গুণটি বাস্তবে প্রয়োগ করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। সমাজে আমরা একজনকে ছাড়া আর একজন বাঁচতে পারি না, পরোপকার বা একজন আর এক জনের উপকার করবে এটা আমরা সকলেই আশা করে থাকি। পরোপকার করা একটি মহৎ মানবিক ও ধর্মীয় গুণ তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন। পরোপকার করলে সমাজের উপকার হয় আবার পুণ্য লাভ হয় -এ বিষয়টি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

পরোপকার করার অভ্যাস মানবিক ও নৈতিক গুণাবলির অংশ। ঈশ্বর পরোপকারীকে পছন্দ করেন। মানুষও পরোপকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন। ভীমের পরোপকারের ঘটনাটি সত্যিই বেশ ভালো লেগেছে। যে পরোপকার করে বা পরোপকার অনুশীলন করে তাকে সকলে ভালোবাসে ও সম্মান করে। পরোপকার করলে পূণ্য অর্জন করা যায়। তাই আমাদের সকলের সাধ্যমতো পরোপকার অনুশীলন করা উচিত।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর- ১৬: ভীমের পরোপকার **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ২৮**

উপকরণ: পরোপকার ও পরোপকার করার উপর কয়েকটি বাণী সম্বলিতচার্ট, ভিডিওচিত্র / স্থিরচিত্র, গল্প/ উপাখ্যান, নাট্যাংশ ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: উপকরণ প্রদর্শন, আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, পর্যবেক্ষণ, অনুশীলন ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং আনন্দদায়ক একটি কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঠদানের পরিবেশ তৈরি করবেন।

২. শিক্ষক আজকের পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের জন্য পরোপকার ও পরোপকার অনুশীলনের উপর কয়েকটি উদাহরণ সম্বলিত চার্ট ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক পড়তে সহায়তা করবেন এবং পড়ে শোনাবেন।

৩. শিক্ষক পাঠ করা বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার সূত্র ধরে আজকের পাঠ 'ভীমের পরোপকার' ঘোষণা করবেন ও বোর্ডে শিরোনাম লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. গল্পের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন

আজকের পাঠের উদ্দেশ্য পরোপকার কী? পরোপকার কীভাবে করা যায়? তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। আজকের পাঠের অংশ 'ভীমের পরোপকার' পড়ে শিক্ষার্থীদের শোনাবেন এবং পরে শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে পড়ার নির্দেশ দেবেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গল্পটি শোনাবেন এবং সবাইকে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন। পাঠ শেষে শিক্ষক গল্পের ঘটনাটি নিজের ভাষায় এবং সহজ করে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন। গল্পের শিক্ষাটি শিক্ষার্থীদের কেমন লাগলো তা জানতে চাইবেন।

শিক্ষক জানতে চাইবেন গল্পের ভীমের মতো আমরাও নিজ নিজ সামর্থ্য মতো মানুষের উপকার করতে পারি কীভাবে। শিক্ষার্থীরা যাতে যথাযথ এবং ইতিবাচক উত্তর দিতে পারে সে বিষয়ে শিক্ষক তাদের সহায়তা দেবেন।

শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বোর্ডে পাঠের বিষয় সংশ্লিষ্ট আরো শব্দ বা বিষয়টি প্রয়োগের ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য মাইন্ড ম্যাপিং কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা মাইন্ড ম্যাপিং এ অংশগ্রহণ করে বেশ আনন্দ লাভ করে থাকে। এ পদ্ধতিটি শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বেশ সহায়ক।

আলোচনা

শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করবেন। পরোপকার করার গুণটি বাস্তবে প্রয়োগ করার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। সমাজে আমরা একজনকে ছাড়া আর একজন বাঁচতে পারি না, পরোপকার বা একজন আর এক জনের উপকার করবে এটা আমরা সকলেই আশা করে থাকি। পরোপকার করা একটি মহৎ মানবিক ও ধর্মীয় গুণ তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন। পরোপকার করলে সমাজের উপকার হয় আবার পুণ্য লাভ হয়– এ বিষয়টি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিঅর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

পরোপকার করার অভ্যাস মানবিক ও নৈতিক গুণাবলির অংশ। ঈশ্বর পরোপকারীকে পছন্দ করেন। মানুষও পরোপকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন। ভীমের পরোপকারের ঘটনাটি সত্যিই বেশ ভালো লেগেছে। তাঁরা তাঁদের মহৎ কাজের মাধ্যমেই মানব সমাজে বেঁচে থাকেন। যে পরোপকার করে

তাকে সকলে ভালোবাসে ও সম্মান করে। কারণ পরোপকারী ব্যক্তিকে সবাই পছন্দ করেন। তাই আমাদের সকলের সাধ্যমতো পরোপকার অনুশীলন করা উচিত।

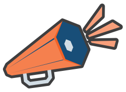

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ধাপ-২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন: ২টি

সেশন নম্বর-১৭ : ন্যায়-অন্যায় **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩০**

উপকরণ: ন্যায়-অন্যায় বিষয়ক বাণীসম্বলিত চার্ট, কাজের তালিকা, ভিডিওচিত্র / স্থিরচিত্র, গল্প/ উপাখ্যান, নাট্যাংশ, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: ব্রেইন স্টর্মিং, দলগত কাজ, উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন ।

২. ধর্মীয় গান, প্রার্থনা বা আনন্দদায়ক একটি কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঠদানের পরিবেশ তৈরি করবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাইয়ের জন্য দৈনন্দিন জীবনে তারা যে সকল ন্যায় কাজ করে থাকে তা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বলতে দেবেন।

৪. অতঃপর পাঠের বিষয়ে আরো ভালোভাবে ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য ‘ন্যায়-অন্যায়’ পাঠ ঘোষণা করবেন।

খ. মূলপাঠ

দলগত কাজ: ১

- শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় বা দলে ভাগ করবেন এবং শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ করার নির্দেশনা দেবেন।
- একদলকে ন্যায় এবং ন্যায় কাজের অনুশীলন সম্পর্কে আলোচনা করে সেগুলো ছকে লিখতে বলবেন।

- অন্য দলকে অন্যায় কী? অন্যায় কাজের অপকারিতা কী? অন্যায় করলে মানুষের কী হয়?
- এতে পাপ বা পূণ্য হয় কি না ইত্যাদি আলোচনা করে ছকে বা খাতায় তালিকা তৈরি করতে বলবেন।

দল: ন্যায়

ক্রমিক	ন্যায় কাজের নাম

দল: অন্যায়

ক্রমিক	অন্যায় কাজের নাম

দলগত কাজ: ২

ফুল দল

ছকে উল্লেখিত কাজগুলোর কোনটি থেকে আমরা কী শিখতে পারি তা লিখে তালিকা তৈরি করো:

খেলার সময় হার-জিত মেনে নেওয়া	
অন্যের মতামতকে সম্মান দেখানো	
যার জিনিস তাকে দেওয়া	
যে আজকে টিফিন আনেনি তাকে টিফিন শেয়ার করা	
কেউ ভুল করলে তাকে ঠিক করতে সাহায্য করা	

ফল দল

ছকে উল্লেখিত কাজগুলোর কোনটি থেকে আমরা কী শিখতে পারি তা লিখে তালিকা তৈরি করো:

খেলার সময় হার-জিত মেনে না নেওয়া	
অন্যের মতামতকে সম্মান না দেখানো	
অন্যের জিনিস নিজে নিয়ে নেওয়া	
যে আজকে টিফিন আনেনি তাকে টিফিন শেয়ার না করা	
কেউ ভুল করলে তাকে ঠিক করতে সাহায্য না করা	

দলীয় কাজে তালিকা তৈরির কাজে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের সহায়তা নিতে বলবেন।

দলগত কাজ উপস্থাপন

- প্রত্যেক দলকে প্রস্তুতকৃত তাদের দলগত কাজসমূহ শ্রেণিতে এক এক করে উপস্থাপন করতে বলবেন। উপস্থাপনার সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- একদলের উপস্থাপনকালে অন্য দলের কোনো প্রশ্ন/ জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে বলতে দেবেন।
- উপস্থাপন শেষে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ন্যায়- অন্যায় কাজের পার্থক্য এবং এর সুফল-কুফল নিয়ে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা আরো সুস্পষ্ট করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিঅর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

আজকের পাঠ্যটিতে আমরা ন্যায় এবং অন্যায় কাজের সুফল-কুফল সম্পর্কে জানতে পারলাম। আমরাও আমাদের চলাফেরায়, কাজে-কর্মে, ন্যায়-অন্যায় জেনে-বুঝে চলব এবং কাজ করব। তাহলে পরিবারে, সমাজে শান্তি -শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর- ১৮: কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায় **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩১**

উপকরণ: ন্যায় -অন্যায় বিষয়ক বাণী সম্বলিত চার্ট, ন্যায় -অন্যায় কাজের তালিকা, ভিডিওচিত্র / স্থিরচিত্র, গল্প/ উপাখ্যান, নাট্যাংশ, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: ব্রেইনস্টর্মিং, দলগত আলোচনা, উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন ।

২. ধর্মীয় গান, প্রার্থনা বা আনন্দদায়ক একটি কার্যক্রমের মাধ্যমে পাঠদানের পরিবেশ তৈরি করবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাইয়ের জন্য দৈনন্দিন জীবনে তারা যে সকল ন্যায় কাজ করে থাকে তা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বলতে দেবেন।

৪. অতঃপর পাঠের বিষয়ে আরো ভালোভাবে ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায়' পাঠ ঘোষণা করবেন।

খ. মূলপাঠ

১. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য ন্যায়-অন্যায় কী, ন্যায়-অন্যায় কীভাবে আলাদা করা যায়, ন্যায়-বিবেচনা করে কীভাবে কাজ করা যায় তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন।

২. আজকের পাঠের অংশটুকু পড়ে শিক্ষার্থীদের শোনাবেন এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায় পাঠের অংশটুকু শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে পড়তে বলবেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের গল্পটি অনুসরণ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গল্পের মতো ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়গুলো আরো সুস্পষ্ট ভাবে বুঝানোর জন্য সম্ভব হলে ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা যাতে কাজটি করতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

২. জোড়ায়/ দলে কাজ

- শিক্ষার্থীদেরকে জোড়ায় জোড়ায় ভাগ করবেন।
- এরপর শিক্ষক বলবেন যে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে সকল কাজ করো তার মধ্যে কোনগুলি ন্যায় বা ভালো কাজ করো আর কোনগুলি অন্যায় বা মন্দ কাজ করো তার একটি তালিকা নিচের ছকের মতো করে তৈরি করতে বলবেন।

ন্যায় কাজ	অন্যায় কাজ

দলগত কাজ উপস্থাপন

- প্রত্যেক দলকে প্রস্তুতকৃত তাদের দলগত কাজসমূহ শ্রেণিতে এক এক করে উপস্থাপন করতে বলবেন। উপস্থাপনার সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- যেমন-

ন্যায় কাজ	অন্যায় কাজ
অনুমতি নিয়ে কারো কোন জিনিস নেওয়া	খেলার মাঠে ঝগড়া করা
ভাইবোনদের সাথে মিলে মিশে থাকা	বড়দের উপদেশ না মানা
শিক্ষকদের উপদেশ মেনে চলা	বিদ্যালয়ে সময়মতো না আসা
খেলার মাঠে খেলার নিয়ম মেনে চলা	অকারণে বন্ধুদের ধাক্কা দেয়া
কোন বন্ধুর নিন্দা না করা	

- একদলের উপস্থাপনকালে অন্য দলের কোনো প্রশ্ন/ জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে বলতে দেবেন।
- উপস্থাপন শেষে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ন্যায়-অন্যায় কাজের পার্থক্য এবং এর সুফল-কুফল নিয়ে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা আরো সুস্পষ্ট করে দেবেন।
- শিক্ষক সকলের নিকট থেকে শুনে এবং দলের কাজের উপস্থাপন দেখে প্রতিটা ভালো বা ন্যায় কাজের উপকারিতা এবং মন্দ বা অন্যায় কাজের অপকারিতা বুঝিয়ে বলবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায় পাঠটিতে আমরা ন্যায় এবং অন্যায় কাজের সুফল কুফল সম্পর্কে জানতে পারলাম। আমরাও আমাদের চলা-ফেরায়, কাজে-কর্মে ন্যায়-অন্যায় জেনে এবং বুঝে চলব এবং কাজ করব। তাহলে পরিবারে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ধাপ-৩

বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন: ১টি

সেশন নম্বর-১৯ : সকলের তরে সকলে আমরা **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩২**

উপকরণ: শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রতিবন্ধিতা রয়েছে এরূপ মানুষদের চালচলনের বা শারীরিক অবস্থার ছবি, ভিডিও, চার্ট ও পোস্টার, পাঠ্যপুস্তক ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তরে আলোচনা ।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।

‘সকলের মুখ হাসি-ভরা দেখে
পারনা মুছিতে নয়ন-ধার?
পরহিত-ব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষাদ-ভার?
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী ‘পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।’

কবি কামিনী রায়ের কবিতার অংশটুকু আবৃত্তি করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন।

২. শিক্ষক একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
৩. শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাইয়ের জন্য দৈনন্দিন জীবনে তারা যে সকল কাজের মাধ্যমে ‘পরোপকার’ করে থাকে তা কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বলতে দেবেন।
৪. অতঃপর পাঠের বিষয়ে আরো ভালোভাবে ধারণা সুস্পষ্ট করার জন্য ‘কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ন্যায়-অন্যায়’ পাঠ ঘোষণা করবেন।

শিক্ষার্থীদের ধারণা আরো সুস্পষ্ট করার জন্য শিক্ষক পাঠ্য পুস্তকের ‘সকলের তরে সকলে আমরা’ পাঠের অংশটি পড়তে বলবেন।

আলোচনা

শিক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়টি সম্পর্কে আরো সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য শিক্ষক বিষয়টি আলোচনা করবেন। যেন পাঠের বিষয়টি শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে এবং তা তাদের দৈনন্দিন জীবনে সাধ্যমতো প্রয়োগ করতে উৎসাহিত হয়। যেমন- আজ আমি যখন বিদ্যালয়ে আসছিলাম তখন আমার পাশ দিয়ে কয়েকজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন লোক হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাদের দেখে আমার খুব মন খারাপ হয়েছিল। আবার আমি ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছিলাম। কারণ আমি দৃশ্যটি দেখার সাথে সাথে বুঝতে পেরেছি যে মহান ঈশ্বর আমার প্রতি দয়ালু হয়ে তিনি কত সুন্দরভাবে আমাকে সুন্দর এবং সুস্থ করে সৃষ্টি করেছেন। আমার হাত-পা-চোখ-কান-নাক সবগুলোই সুস্থ, সুন্দর এবং সহজেই ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারছি। কিন্তু আজকে আমি যাদের দেখলাম তাদের জন্য আমার কষ্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে তাদের কারো-ই আমার মতো সুস্থ ও সুন্দর নেই। এই ধরনের উদাহরণ দেবেন।

প্রত্যেকে প্রত্যেকের জন্য কিছু না কিছু করা উচিত তা বুঝাবেন। এককভাবে বা নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকা যায় না, অন্যের জন্য, অন্যের ভালোর জন্য, বন্ধু বা সহপাঠীদের জন্যও চিন্তা করতে হয়, তাদের উপকার করতে হয় তাও তাদের বুঝাতে হবে।

কেউ যদি তার শরীরের কোন অঙ্গ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে না পারে, কেউ যদি তার প্রয়োজনীয় জিনিস বা উপকরণ না পায় সে ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের সহায়তা করে সে বিষয়ে উৎসাহ দেবেন।

শিক্ষক বিষয়টি আরো সহজ করে বুঝিয়ে বলবেন– সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে এ কথাটির অর্থ হচ্ছে– সামাজিক জীব হিসেবে আমরা মানুষ। আমরা এককভাবে জীবনযাপন করতে পারি না। আমাদেরকে একজন আরেকজনের উপর নির্ভর করতে হয়। সমাজে সকল মানুষই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। যিনি শিক্ষক, তিনি পড়াতে পারেন কিন্তু চুল কাটতে পারেন না। আবার যিনি চুল কাটতে পারেন, তিনি চিকিৎসা করতে পারেন না। অর্থাৎ সকলেই সকলের উপর তাদের কাজের জন্য নির্ভর করতে হয়। তেমনি যিনি চোখে দেখেন, তিনি হয়তো হাঁটতে পারেন না, আবার যিনি হাঁটতে পারেন তিনি হয়তো চোখে দেখেন না। কোন না কোন শারীরিক প্রতিবন্ধিতা থাকলেও সমাজে আমরা যদি একে অপরকে সহায়তা করি তাহলে সমাজে বিশেষচাহিদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবেও সুখী ও নিরাপদ জীবনযাপন করতে পারি।

- এরপর শিক্ষক বলবেন যে আমাদের চার পাশে যেসব বিশেষচাহিদাসম্পন্ন বা প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন মানুষ দেখি তাদের শারীরিক অসুবিধাগুলো কী কী?
- তাদের কোন কোন নামে চিহ্নিত করা হয়?
- তাদেরকে বিভিন্ন বিকৃত নাম ধরে বুলিং বা ব্যাঙ্গ করা কি ঠিক? ইত্যাদি প্রশ্ন করে তাদের ইতিবাচক মনোভাব উন্নয়নে সহায়তা করবেন।
- শিক্ষক সকলের নিকট থেকে শুনে বোর্ডে লিখবেন প্রয়োজনে শিশুরা সাধারণত তাদের দৈনন্দিন চলা ফেরায় যে সকল শারীরিক প্রতিবন্ধীদের দেখে থাকে সে সব অভিজ্ঞতাও বলতে বলবেন।
- তারপর প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের তাদের প্রতি কী কী দায়িত্ব বা আচরণ করতে হবে সুবিধা অসুবিধাগুলো বুঝিয়ে বলবেন।
- এবার শিক্ষক আলোচ্য বিষয়ে সহজলভ্য এবং পাঠের সংশ্লিষ্ট ভিডিও দেখাবেন।
- শিক্ষক সকলের অংশগ্রহণের প্রেক্ষিতে পাঠের বিষয়ের সারাংশ বলে দেবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

সমাজে আমরা সকলেই সকলের কল্যাণ করবো। মানুষের শারীরিক বা মানসিক বিশেষ চাহিদার উপর ভিত্তি করে তাদের চাহিদা পূরণে আমাদের দায়িত্ব রয়েছে। তারা যেন মনে না করতে পারে যে তারা আমাদের পরিবারের বা সমাজের বোঝা। এজন্য তাদের প্রয়োজনীয় শারীরিক ও মানসিক সহযোগিতা দিতে হবে।

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ধাপ-৪

সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন: ১টি

সেশন নম্বর-২০ : শুভ আমাদের বন্ধু **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩৩-৩৪**

উপকরণ: ভীপকার্ড, সাইনপেন ইত্যাদি।

পদ্ধতি ও কৌশল: ভূমিকাভিনয়, গল্পবলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে শিখন পরিবেশ তৈরি করবেন।
২. তিনি একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে পাঠের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করবেন।
৩. আজকের পাঠের উদ্দেশ্য (শুভ আমাদের বন্ধু) শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বুঝিয়ে বলবেন।
৪. শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠ 'শুভ আমাদের বন্ধু' ঘোষণা করবেন এবং পাঠ শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।

খ. মূলপাঠ

১. ভূমিকাভিনয়

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়ে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে অসহায় মানুষের প্রতি সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সকলে মিলেমিশে কাজ করা, সকলের জন্য ভাবনা, কোন কোন কাজ একা একা করা যায় না এসব বিষয় উপস্থাপন করবেন। সেজন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেবেন। দল গঠন করে দেবেন। গল্পে শুভর বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিতার বিষয়টিও ভূমিকাভিনয়ে ফুটিয়ে তুলতে সহায়তা করবেন।

দলের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিচে প্রদত্ত বিষয়ে ভূমিকাভিনয় করতে বলবেন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন।

- গরীব ও অসহায় মানুষকে খাবার খেতে দেওয়া ।
- অন্ধজনকে চলতে এবং রাস্তা পার হতে সহায়তা করা।
- হাঁটতে কষ্ট হয় এমন একজনকে হাঁটতে সহায়তা করা।
- কোন বন্ধুর পাঠের বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে তাকে সহায়তা করা।
- যে বন্ধু ভালোভাবে পড়তে পারে না তাকে পড়তে সাহায্য করা।
- যিনি হাত দিয়ে খেতে পারেন না তাকে খেতে সাহায্য করা।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিঅর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

মানুষের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে ভালো ও মন্দ বিবেচনা করা হয়। কোনো মানুষের উপকার করলে তাকে আমরা ভালো কাজ আর মানুষকে দুঃখ দিলে তাকে খারাপ বা মন্দ কাজ বলি। যে ভালো কাজ করে সে ভালো মানুষ। যে মন্দ কাজ করে সে মন্দ মানুষ। যে কাজগুলি মানব সমাজের জন্য উপকারী সেইসব কাজই ভালো কাজ। শিক্ষার্থীদের ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করবেন।

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ও পারদর্শিতার মাত্রা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক সংখ্যা (PI)	পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৩.১ নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি হিসেবে পরোপকার ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে জেনে পরোপকারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারা এবং ন্যায়-অন্যায় বুঝে ন্যায়ের পথে চলতে পারা।	০৮.০৩.০১.০৪ PI- ০৪	নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি হিসেবে পরোপকার সম্পর্কে জেনে পরোপকারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারছে।	নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি হিসেবে পরোপকার সম্পর্কে জেনে প্রকাশ করতে পারছে।	নিজ জীবনে পরোপকারের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারছে।	পরোপকারের অনুশীলন করতে পারছে।
	০৮.০৩.০১.০৮ PI- ০৮	ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝে ন্যায়ের পথে চলতে পারছে।	ন্যায়-অন্যায় বুঝতে পারছে।	ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝে কথায় ও কাজে তা প্রকাশ করতে পারছে।	ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝে ন্যায়ের পথে চলতে পারছে এবং অন্যায় কাজ না করার প্রতিজ্ঞা করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

ধর্মগ্রন্থ, পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা

৪. নিজ নিজ ধর্ম চর্চায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৪.১ হিন্দুধর্ম চর্চার অঙ্গ হিসেবে ধর্মগ্রন্থ, দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ সম্পর্কে জেনে বলতে পারা এবং নিজ ধর্ম ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে (সম্ভাব্যস্থলে) অংশগ্রহণ করে ভ্রাতৃত্ব ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।

সেশন সংখ্যা: ১০

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের পরিচ্ছেদের শিরোনাম:

- হিন্দুধর্মগ্রন্থ
- দেব-দেবী
- পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব
- অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ
- শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান

বিশেষ নির্দেশনা

শিক্ষক নিচের অভিজ্ঞতাচক্রটি সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাটি ১০টি সেশনে অর্জন করাবেন।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্র

১. প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

শিক্ষার্থীরা হিন্দু ধর্মগ্রন্থ,দেব-দেবী,পূজা-পার্বন ও ধর্মীয় উৎসব, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বাড়ির বড়দের/মন্দিরের পুরোহিতদের/ ধর্মীয় জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার,ছবি,ভিডিও পর্যবেক্ষণ করবে।

২. প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

হিন্দু ধর্মগ্রন্থ,দেব-দেবী,পূজা-পার্বন ও ধর্মীয় উৎসব, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার আলোকে দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ ,একক কাজ উপস্থাপন করতে পারবে।

৩. বিমূর্ত ধারণায়ন

শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তর,আলোচনা এবং পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ, দেব-দেবী,পূজা-পার্বন ও ধর্মীয় উৎসব, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করবে।

৪. সক্রিয় পরীক্ষণ

শ্রেণিকক্ষে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ,দেব-দেবী,পূজা-পার্বন ও ধর্মীয় উৎসব, অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রনন্থ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞান অভিনয়, পোস্টারপেপার, কার্ড তৈরির মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

ধাপ-১

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন: ৩টি

সেশন নম্বর-২১ : হিন্দু ধর্মগ্রন্থ **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩৫-৪০**

উপকরণ: চার্ট, ছবি, গানের অডিও ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, একক কাজ, ভূমিকাভিনয় ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে শিক্ষার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন।

২. জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ।।

এ ধরনের ধর্মীয় গান সমবেতভাবে গাওয়ার মাধ্যমে বা কোনো আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সংবলিত ছবি বা সম্ভব হলে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ প্রদর্শন করবেন। প্রশ্ন করবেন:

- এ ধরনের গ্রন্থ তোমরা আগে দেখেছ?
- কোথায় দেখেছ?
- একে একে গ্রন্থ সমুহের নাম বলো।
- কখনো কাউকে এ ধরনের গ্রন্থ পাঠ করতে দেখেছ?
- কখনো বাড়ির বড়দের সাথে / অন্য কোথাও এ ধরনের গ্রন্থ পাঠে অংশ নিয়েছ?
- এ ধরনের গ্রন্থে কী আলোচনা করা হয়?

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘হিন্দু ধর্মগ্রন্থ’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

১. ভূমিকাভিনয়

শিক্ষক রামায়ণের কাহিনির কিছু অংশ ভূমিকাভিনয় করে শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রেক্ষাপট নিয়ে চিন্তার সুযোগ দিতে পারেন।

ভূমিকাভিনয় করার জন্য কথার নমুনা

আমাকে তোমরা চিনতে পারছ? আমি অযোধ্যার রাজা। রাজা দশরথ। আমার তিন রানী। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার গর্ভের সন্তান রাম, কৈকেয়ীর গর্ভের সন্তান ভরত, সুমিত্রার গর্ভের সন্তান লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। বড় ছেলে রামকে রাজা করব সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এমন সময় কি হলো জান? রানী কৈকেয়ী বাধ সাধলেন। একবার অসুস্থতার সময় রানী কৈকেয়ীর সেবায় খুশি হয়ে তাকে দুটি বর দিতে চেয়েছিলাম। কৈকেয়ী কি বর চাইল জান? প্রথম বরে ভরত রাজা হবে। আর দ্বিতীয় বরে রাম

চৌদ্দ বছরের জন্য বনবাসে যাবে। তোমরা কি জান এরপর কি হয়েছিল আমার আদরের রামের?

- শিক্ষার্থীরা যে যতটুকু বলতে পারে শুনবেন।
- রামায়ণের কাহিনি সংক্ষিপ্তভাবে শোনাবেন।

পর্যবেক্ষণ

- কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধসম্বলিত ছবি প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের ভালো করে লক্ষ্য করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছে জানতে চাইবেন ।
- ভুল-শুদ্ধ সব ধরনের উত্তর গ্রহণ করবেন, কেউ উত্তর প্রদান না করলে উত্তর দিতে উৎসাহিত করবেন।
- ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন।
- শিক্ষার্থীদের এ–সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর প্রদান করবেন।
- বাড়িতে বড়দের কাছ থেকে/বাসার কাছাকাছি মন্দিরের পুরোহিতের কাছ থেকে/ এ সম্বন্ধে জানেন এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করত নির্দেশনা প্রদান করবেন।

আলোচনা

যে গ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। বেদ আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এছাড়া রয়েছে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, পুরাণ, শ্রীশ্রীচণ্ডী ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার মহিমার কথা বলা হয়েছে। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। মহর্ষি বাল্মীকি রাজ দশরথের বড় ছেলে রামের জীবন কাহিনি নিয়ে রামায়ণ রচনা করেন। কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। আমরা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করব এবং ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা মেনে জীবন যাপন করব।

একক কাজ

- শিক্ষার্থীদের জানাবেন যে নিজের জানা ধর্মগ্রন্থ সমুহের নাম প্রত্যেকে নিজ নিজ খাতায় একটি ছক আকারে দৃষ্টিনন্দনভাবে (প্রয়োজনে একাধিক কলম ব্যবহার করবে) লিখবে ।
- কীভাবে ছক করবে তার নমুনা বোর্ডে করে দেখাবেন।

হিন্দুধর্মগ্রন্থের নাম

ক্রমিক নং	ধর্মগ্রন্থ

- প্রত্যেকের একক কাজ উপস্থাপনের সুযোগ দেবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিঅর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

যে গ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। বেদ আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এছাড়া রয়েছে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, পুরাণ, শ্রীশ্রীচণ্ডী ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার মহিমার কথা বলা হয়েছে। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে।

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর-২২: দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৪২-৫৬**

উপকরণ: দেব-দেবীর ছবি, গানের অডিও ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১.শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. নিচের গানের অডিও, ভিডিও প্রদর্শন করবেন।

শঙ্খ বাজিয়ে মাকে ঘরে এনেছি
সুগন্ধি ধুপ জ্বেলে আসন পেতেছি
প্রদীপ জ্বেলে নিলাম তোমায় বরণ করে
আমার এ ঘরে থাকো আলো করে।

শিক্ষার্থীদের নিয়ে গানটি গাওয়ার মাধ্যমে বা কোনো আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা (২য় শ্রেণির পূর্বজ্ঞান/ তাদের বয়সের আলোকে) জানার জন্য ছোট ছোট প্রশ্ন করবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম 'দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ, ধর্মীয় উৎসব' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

উপকরণ প্রদর্শন

শিক্ষক রামায়ণের কাহিনির কিছু অংশ ভূমিকাভিনয় করে শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রেক্ষাপট নিয়ে চিন্তার সুযোগ দিতে পারেন।

- ধন-সম্পদের দেবীর নাম কী?
- সরস্বতী কীসের দেবী?
- তোমাদের বাড়িতে কোন-কোন দেব-দেবীর পূজা করা হয়?
- দুর্গোৎসবের সময় কীভাবে আনন্দ করো?
- অন্য ধর্মাবলম্বীদের কোন কোন উৎসবের নাম জান?
- শিক্ষার্থীদের এ-সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে উত্তর প্রদান করবেন।

বাড়িতে বড়দের কাছ থেকে/বাসার কাছাকাছি মন্দিরের পুরোহিতের কাছ থেকে/ এ সম্বন্ধে জানেন এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ, ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জানতে ইচ্ছে করে এমন তথ্য সংগ্রহ করতে নির্দেশনা প্রদান করবেন।

আলোচনা

দেব-দেবীর শক্তি ঈশ্বরেরই শক্তি। আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর কৃপা লাভ করার জন্য পূজা করি। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পূজা করে। শিব মঙ্গলের দেবতা। দুর্গা শক্তির দেবী। বিভিন্ন ধরনের পূজা-পার্বণে আমরা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠি। সকলের অংশগ্রহণে এসব উৎসব সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

একক কাজ

তোমার জানা কয়েকজন দেব-দেবীর নাম লেখো।

- শিক্ষার্থীদের জানাবেন পরবর্তী একটি পাঠে তাদেরকে ঈদ/বুদ্ধপূর্ণিমা/ বড় দিনের একটি শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে প্রস্তুতি রাখতে নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- শুভেচ্ছা কার্ডের একটি নমুনা বোর্ডে করে দেখাবেন।

প্রিয় কুসুম,

তোমাকে পবিত্র ঈদের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি এ বছরের ঈদ তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য হবে আনন্দময়। ঈদ মোবারক।

ইতি

তোমার বন্ধু পুতুল

- কার্ড তৈরি করতে শিক্ষার্থীদের মোটা কাগজ, রঙিন কলম/ পেন্সিল, নকশা ইত্যাদি ব্যবহার করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের যে-কোনো ধর্মের বন্ধুকে এই কার্ডের আলোকে কার্ড তৈরি করতে প্রস্তুতি নিতে বলবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিঅর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

দেব-দেবী ঈশ্বরের সাকার রূপ। আমরা বিভিন্ন দেব-দেবীর কৃপা লাভ করার জন্য পূজা করি। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশেষভাবে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর পূজা করে। পূজা-পার্বণে আমরা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠি। সকলের অংশগ্রহণে এসব উৎসব সর্বজনীন হয়ে ওঠে।

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর-২৩: শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫২-৫৬**

উপকরণ: চার্ট, ছবি, গানের অডিও ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, একক কাজ, প্রদর্শন ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ

শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঈদের গান অনুশীলন করার মাধ্যমে/ আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।

- আমাদের দেশে প্রধানত কোন কোন ধর্মের লোক বাস করে?
- হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম বলো।
- মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কি?
- কীভাবে ঈদে আনন্দ করা হয়?
- তোমরা অন্য ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে কখোনো অংশগ্রহণ করেছ?
- কীভাবে আনন্দ করেছ সবাইকে শোনাও ইত্যাদি।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

একক কাজ

- শিক্ষক পাঠ্য বইয়ের ৫২ পৃষ্ঠার অনুরূপ ছক বোর্ডে আঁকবেন।
- এক এক জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে এক একজন অন্য ধর্মের বন্ধুর নাম এবং কেন পছন্দ করে জানতে চেয়ে বোর্ডে লিখবেন।
- বোর্ডে ছক পূরণ শেষে অন্য ধর্মের তিনজন বন্ধুর নাম এবং পছন্দ করার কারণ লিখে নিজ নিজ বইয়ে অনুশীলন করতে নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- নমুনা হিসেবে একটি ছক দেওয়া হলো।

বন্ধু	পছন্দ করার কারণ
রফিকুল ইসলাম	সে সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে
সুমন বড়ুয়া	সে সুন্দর করে কথা বলে
মাইকেল গোমেজ	ওদের সব অনুষ্ঠানে আমাকে নিমন্ত্রণ করে

- ছক পূরণ করা/তালিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের সহায়তা নিতে বলবেন।

উপকরণ প্রদর্শন

- বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের ছবি বোর্ডে স্থাপন করে ভালো করে লক্ষ্য করতে বলবেন।
- ছবিতে তারা কী দেখতে পাচ্ছে জানতে চাইবেন।
- শিক্ষার্থীরা এরকম দৃশ্য কোথাও দেখেছে কি না জানতে চাইবেন।

প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা

শিক্ষার্থীদের পাঠের বোধগম্যতা যাচাই করতে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিবেন:

- দুইটি ঈদ উৎসবের নাম কি?
- ঈদের সময় একজন আরেকজনকে কি বলে শুভেচ্ছা বিনিময় করে?
- ঈদ উৎসবে কী করা হয়?
- খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম কি?
- বড়দিনের উৎসব কেন পালন করা হয়?
- বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসবের নাম কি?
- বুদ্ধপূর্ণিমা কী উপলক্ষ্যে পালন করা হয়? ইত্যাদি।

আমাদের দেশে প্রধানত হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এই চারটি ধর্মের মানুষ বাস করে । প্রত্যেক ধর্মের রয়েছে নিজস্ব উপাসনা পদ্ধতি, রয়েছে ধর্মীয় উৎসব। আমাদের অন্য ধর্মাবলম্বী অনেক বন্ধু আছে। তাদের ধর্ম সম্পর্কে আমরা জানব। বিপদে আপদে একে অপরকে সাহায্য করব। সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ ও শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করা।

একক কাজ

- ৫৬ পৃষ্ঠার যাচাই করি অংশের বাক্যগুলো পড়ে শোনাবেন এবং সঠিক বাক্য শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন।
- নিজ নিজ পাঠ্য বইয়ে সঠিক বাক্য লিখতে বলবেন।
- পূর্বের পাঠের নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার্থীদের রামায়ণ/ মহাভারতের কাহিনি অভিনয় করে দেখাতে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে আসতে বলবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিঅর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

আমাদের দেশে প্রধানত হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এই চারটি ধর্মের মানুষ বাস করে । প্রত্যেক ধর্মের রয়েছে নিজস্ব উপাসনা পদ্ধতি, রয়েছে ধর্মীয় উৎসব। সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ ও শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করা।

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ধাপ-২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন: ৩টি

সেশন নম্বর-২৪: হিন্দু ধর্মগ্রন্থ **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩৭-৪০**

উপকরণ: চার্ট, ছবি, গানের অডিও ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: দলগত কাজ, একক কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. মহাভারতের কথা অমৃত সমান
যাহার শ্রবণে হয় নর পূণ্যবান।
বিপদ আপদ খন্ডে জন্মে দিব্যজ্ঞান।
বেদ সম হয় দিব্য ভারত পুরাণ।।
মহামুনি দ্বৈপায়ন করেন রচনা।
এ মহীমন্ডলে যার নাহিক তুলনা।।

মহাভারত থেকে কিছু অংশ আবৃত্তির মাধ্যমে বা কোনো আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. রামায়ণ, মহাভারতের কাহিণী শোনানোর জন্য তাদের ২১ নম্বর সেশনের নির্দেশনার কথা মনে করিয়ে দিন।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম 'হিন্দুধর্মগ্রন্থ' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

দলগত কাজ

- ২১নং সেশনে তাদেরকে বিভিন্ন উৎস থেকে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি জানার জন্য বলা হয়েছিল, তাদের অভিজ্ঞতা রামায়ণ ও মহাভারত দুটি দলে ভাগ হয়ে উপস্থাপন করতে বলবেন।
- দল রামায়ণ: নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে রামায়ণের কাহিনি উপস্থাপন করতে বলবেন।
- পরবর্তীতে পূর্ব নির্ধারিত কোন দিনে রামায়ণের কাহিনি অভিনয় করে দেখাতে কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে আলোচনা করে ঠিক করতে বলবেন।
- দল মহাভারত: নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মহাভারতের কাহিনি উপস্থাপন করতে বলবেন।
- পরবর্তীতে পূর্ব নির্ধারিত কোন দিনে মহাভারতের কাহিনি অভিনয় করে দেখাতে কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবে আলোচনা করে ঠিক করতে বলবেন।

একক কাজ

- বোর্ডে নিচের ছকটি তুলে দিয়ে রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কে তিনটি করে বাক্য লিখে নিজ পাঠ্যপুস্তকের ৪০ পৃষ্ঠার ছকটি পূরণ করতে বলবেন।

রামায়ণ	মহাভারত

- পাঠ্য বইয়ের ৪১ পৃষ্ঠায় রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত পারিবারিক কাঠামো নিজ নিজ বইয়ে পূরণ করতে বলবেন।
- সঠিকভাবে পূরণ করতে পারছে কি না তা খেয়াল করবেন।

আলোচনা

যে গ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। বেদ আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এছাড়া রয়েছে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, পুরাণ, শ্রীশ্রীচণ্ডী ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে সৃষ্টিকর্তার মহিমার কথা বলা হয়েছে। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। মহর্ষি বাল্মীকি রাজ দশরথের বড় ছেলে রামের জীবন কাহিনি নিয়ে রামায়ণ রচনা করেন। কুরু-পাণ্ডবদের যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। আমরা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করব এবং ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা মেনে জীবন যাপন করব।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

যে গ্রন্থে ধর্মের কথা থাকে তাকে ধর্মগ্রন্থ বলে। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। বেদ আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এছাড়া রয়েছে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, পুরাণ, শ্রীশ্রীচণ্ডী ইত্যাদি। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার মহিমার কথা বলা হয়েছে। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে।

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর-২৫: দেব-দেবী (শিব), পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৪২-৪৯**

উপকরণ: চার্ট, ছবি, গানের অডিও ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১.শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২.শিবের প্রণাম মন্ত্রের অডিও/ ভিডিও প্রদর্শন করবেন, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ সহকারে শুনতে বলবেন।

নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর।।

শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিবের প্রণাম মন্ত্রটি অনুশীলন করার মাধ্যমে/ যে-কোনো আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩.পূর্বের ক্লাসের দলগত আলোচনায় রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি অভিনয় করে দেখাতে কী ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে জানতে চাইবেন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনাপ্রদান করবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘দেবতা শিব ও পূজা-পার্বণ’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

আলোচনা

বিষয়বস্তু নিয়ে অলোচনা পর্বে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করবেন।

নমুনা প্রশ্ন:

- দেব-দেবী কী?
- ঈশ্বর কোন রূপে সৃষ্টিকর্তা, কোন রূপে পালনকর্তা, কোন রূপে ধ্বংসকর্তা?
- দেবতা শিবের বর্ণনা দাও।
- শিব-চতুর্দশী কী?
- পূজা ও পার্বণ কী?
- কয়েকটি পূজা ও পার্বণের নাম বলো
- জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় রথের ভিতরে কাঁদের মুর্তি থাকে? (জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা) ইত্যাদি।

ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রতীক বা রূপ হচ্ছে দেব-দেবী। দেব- দেবীর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে। ঈশ্বর যে দেবতারূপে সংহার বা ধ্বংস করেন, তাঁর নাম শিব। শিবের পূজা করলে অশূভ ধ্বংস হয়। দেব-দেবীর কৃপা লাভের জন্য আমরা বিভিন্ন পূজা করি। যে উৎসবগুলো পূজাকে আনন্দময় করে তোলে তাকে পার্বণ বলে। সকলের অংশগ্রহণে পূজা-পার্বণ হয়ে ওঠে সর্বজনীন আনন্দ উৎসব।

একক কাজ

- পাঠ্য বইয়ের ৪৯ পৃষ্ঠার 'যাচাই করি' অংশের শব্দসমূহ দিয়ে নিজ নিজ পাঠ্য বইয়ে ছক পূরণ করতে বলবেন।
- প্রয়োজনে শিক্ষক বোর্ডে প্রথমে করে দেখাবেন।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে একক কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন।

জোড়ায় কাজ

- শিক্ষক অর্থসহ শিবের প্রণামমন্ত্র শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণে পড়ে শোনাবেন।
- শিক্ষার্থীদের জোড়ায় বসিয়ে একজন প্রথম শব্দ অন্যজন দ্বিতীয় শব্দ এভাবে অনুশীলন করতে বলবেন।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে জোড়ায় কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন, কারো উচ্চারণে সমস্যা থাকলে সহায়তা করবেন।

দলগত কাজ

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন আমরা সবাই মিলে রথযাত্রার ভূমিকাভিনয় করব।
- শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন কীভাবে কাজটি করা যায়।
- সম্ভব হলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ি কিছু সহজলভ্য উপকরণ যেমন কাগজ/ বোর্ড পেপার/ কর্কশিট এর তৈরি রথ, জগন্নাথ দেব, বলরাম, সুভদ্রার প্রতিকৃতি, রশি ইত্যাদি সরবরাহ করবেন।
- টেবিলের উপর উপকরণ সাজিয়ে টেবিলের পায়ায় রশি বেঁধে রথ টানার ভঙি করে অভিনয় করতে পারেন।
- কোন উপকরণ না থাকলে শিক্ষার্থীদের লাইনে দাঁড়িয়ে সামনে রথ উপবিষ্ট আছে মনে করে রথ টানার অভিনয় করাতে পারেন।
- রথকে প্রণাম করা, রথের মেলা ঘুরে কেনাকাটা করা, প্রসাদ গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো ভূমিকাভিনয়ে তুলে ধরতে পারেন।

একক কাজ: বাড়িতে বসে পাঠ্য বইয়ের ৪২ পৃষ্ঠায় ডট মিলিয়ে দেবীর ছবি সম্পন্ন করে রং করার নির্দেশনা দিবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিঅর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রতীক বা রূপ হচ্ছে দেব-দেবী। দেব- দেবীর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে। ঈশ্বর যে দেবতারূপে সংহার বা ধ্বংস করেন, তাঁর নাম শিব। শিবের পূজা করলে অশুভ ধ্বংস হয়।

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর-২৬: দেব-দেবী (দুর্গা) **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৪৪-৪৬**

উপকরণ: চার্ট, ছবি, গানের অডিও ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, একক কাজ, ভূমিকাভিনয় ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. দুর্গার প্রণাম মন্ত্রের অডিও/ ভিডিও প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীদের সঠিক উচ্চারণ, মন্ত্র উচ্চারণের সুর মনোযোগ সহকারে খেয়াল করতে বলবেন।

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।

শিক্ষার্থীদের নিয়ে দুর্গার প্রণাম মন্ত্রটি অনুশীলন করার মাধ্যমে / আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে দেব-দেবী নিয়ে তাদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।

- শক্তির দেবীর নাম কি?
- দেবী দুর্গার আর কি কি নাম আছে?
- কেউ বাড়ির বাইরে গেলে দুর্গা দেবীকে স্মরণ করে কী বলা হয়?
- দুর্গাপূজায় কোন গ্রন্থ পাঠ করা হয়? ইত্যাদি।

৪. বোর্ডে আজকের পাঠের মূল প্রশ্ন “দেব-দেবী (দুর্গা)” লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

আলোচনা

- শিক্ষক দেবী দুর্গার ছবির সামনে দাঁড়িয়ে দেবীকে শ্রদ্ধা নিবেদনের ভঙ্গিতে দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্রটি উচ্চারণ করবেন।
- শিক্ষার্থীদের উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করতে বলবেন।
- শিক্ষককে অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা দেবী দুর্গার প্রণাম মন্ত্রটি অনুশীলন করবে ।
- দুর্গার প্রণাম মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়ে দেবেন।
- দেবী দুর্গাকে যেন তারা পাঠ্য বইয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করে প্রণাম করতে পারে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন এবং অনুশীলণ করার নির্দেশনাপ্রদান করবেন।
- পাঠ্যপুস্তকের আলোকে দেবী দুর্গা, পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসব নিয়ে আলোচনা করবেন।

ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রতীক বা রূপ হচ্ছে দেব-দেবী। দেব- দেবীর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে। দুর্গা শক্তির দেবী। তাঁর অনেক নাম। দুর্গানাম স্মরণ করলে সকল বিপদ দূর হয়। “দুর্গা দুর্গা” বলে যাত্রা করলে যাত্রা শুভ হয়। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গোৎসব।

একক কাজ

- শিক্ষক বাক্য গঠনের জন্য প্রদত্ত চারটি শব্দ ত্রিশূল, শিবচতুর্দশী, শৈব ও দুর্গম অসুর বোর্ডে লিখবেন।
- শব্দগুলোর অর্থ শিক্ষার্থীরা জানে কি না যাচাই করবেন।
- একেক জনকে একেকটি শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করতে বলবেন।
- নিজ নিজ বইয়ে বাক্য গঠন করার নির্দেশনা দিবেন।
- ৪৬ পৃষ্ঠার যাচাই করি অংশে বাক্যের সাথে শব্দের মিলকরণ অংশ নিজ নিজ বইয়ে অনুশীলন করাবেন।
- শিক্ষক ঘুরে ঘুরে কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিঅর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রতীক বা রূপ হচ্ছে দেব-দেবী। দেব- দেবীর মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে। ঈশ্বর যে দেবতারূপে সংহার বা ধ্বংস করেন, তাঁর নাম শিব। শিবের পূজা করলে অশুভ ধ্বংস হয়।

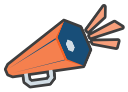

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ধাপ-৩

বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন: ২টি

সেশন নম্বর-২৭: হিন্দু ধর্মগ্রন্থ **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩৫-৪০**

উপকরণ: চার্ট, ছবি, গানের অডিও ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: আলোচনা, একক কাজ, জোড়ায় কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।
- যে-কোনো আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।
- পূর্বের ক্লাসের একক কাজ (রামায়ণ ও মহাভারত সম্পর্কে তিনটি করে বাক্য নিজ নিজ খাতায় লেখা) উপস্থাপন করতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘হিন্দুধর্মগ্রন্থ’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

পাঠ্যপুস্তকের ধর্মগ্রন্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর আলোকে নিম্নের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক ধারণা তুলে ধরবেন।

- ধর্মগ্রন্থ কী নিয়ে আলোচনা করে?
- হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলো কী কী?

- রামায়ণের রচয়িতা কে?
- মহাভারতের কয়টি পর্ব আছে? ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের জানা আরও স্পষ্ট করার জন্য পাঠ্য বই থেকে রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনি প্রত্যেককে পড়তে বলবেন।

বিষয়বস্তু প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট পাঠের সাহায্যে "ধর্মগ্রন্থ" সম্পর্কিত উল্লেখিত প্রশ্নের আলোকে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক ধারণা তুলে ধরবেন। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। বেদ আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এছাড়া রয়েছে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, পুরাণ, শ্রীশ্রীচণ্ডী ইত্যাদি। ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারতের বিষয়বস্তু আলোচনা করবেন। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার মহিমার কথা বলা হয়েছে। আমরা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করব। সত্য ও ন্যায়ের পথে চলব। ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা মেনে সুপথে পরিচালিত হব।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। বেদ আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। এছাড়া রয়েছে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, পুরাণ, শ্রীশ্রীচণ্ডী ইত্যাদি। তেমনি মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের রয়েছে পৃথক ধর্মগ্রন্থ। প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে স্রষ্টার মহিমার কথা বলা হয়েছে। সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে।

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর-২৮: দেব-দেবী (দুর্গা) **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫০-৫৫**

উপকরণ: চার্ট, ছবি, গানের অডিও ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তরে আলোচনা।

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ

শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঈদের গান অনুশীলন করার মাধ্যমে/ আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন।

- আমাদের দেশে প্রধানত কোন কোন ধর্মের লোক বাস করে?
- ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম কি?
- ত্রিপিটক কি?
- বাইবেল কি?
- মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কি?
- বৌদ্ধদের ধর্মীয় উৎসবের নাম কি?
- খ্রীষ্টানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসবের নাম কি?
- কীভাবে ঈদে আনন্দ করা হয়? ইত্যাদি।
- তোমরা অন্য ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে কখোনো অংশ গ্রহণ করেছ?
- কীভাবে আনন্দ করেছ সবাইকে শোনাও ইত্যাদি।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ , শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

পাঠ্যপুস্তকের এ সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর আলোকে নিম্নের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক ধারণা তুলে ধরবেন।

- অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে কি জান?
- আমাদের দেশের প্রধান ধর্মীয় উৎসবসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা কর।
- আমরা কিভাবে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করতে পারি? ইত্যাদি।
- শিক্ষার্থীদের ধারণা আরও স্পষ্ট করার জন্য পাঠ্যপুস্তকের “অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান” সম্পর্কিত অংশ পড়তে বলবেন।

বিষয়বস্তু প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

শিক্ষার্থীদের ইসলাম, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ এবং প্রধান ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে আলোচনা করবেন। তাদের জানাবেন নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থের প্রতি সকলের শ্রদ্ধাশীল হওয়া উচিত। বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় উৎসব এবং সামাজিক উৎসবে কিভাবে সকল ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করে সে সম্পর্কে জানাবেন। সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ ও শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করা। আমরা সকল ধর্মের মানুষ একে অপরকে যেন বিপদে আপদে সাহায্য করি সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানাবেন। আমরা সকলে মিলেমিশে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করব।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিঅর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

আমাদের দেশে প্রধানত হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান এই চারটি ধর্মের মানুষ বাস করে । প্রত্যেক ধর্মের রয়েছে নিজস্ব উপাসনা পদ্ধতি, রয়েছে ধর্মীয় উৎসব। সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানবকল্যাণ ও শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করা।

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ধাপ-৪

সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন: ২টি

সেশন নম্বর-২৯: ভূমিকাভিনয়, শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি ইত্যাদি। **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৩৭-৪০**

উপকরণ: বোর্ডপেপার/ রঙিনকাগজ/ আর্টপেপার/ যে-কোনো শক্ত কাগজ, রঙিনকলম/ পেন্সিল ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, একক কাজ, ভূমিকাভিনয় ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
ধম্মং শরণং গচ্ছামি।
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধ ধর্মের এই শ্লোকটির অডিও শোনানো/ ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে/ যে-কোনো আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. পূর্বের সেশনের নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার্থীরা রামায়ণ/ মহাভারতের কাহিনি অভিনয় করে দেখাতে কী প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে জানতে চাইবেন।

৪. বোর্ডে আজকের পাঠের শিরোনাম 'ভূমিকাভিনয়', 'শুভেচ্ছা কার্ড' তৈরি লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

ভূমিকাভিনয়

- পূর্বের পাঠের নির্দেশনার আলোকে শিক্ষার্থীদের রামায়ণ/ মহাভারতের কাহিনি (পাঠ্য বইয়ের আলোকে) অভিনয় করে দেখাতে শ্রেণিকক্ষ প্রস্তুত করাবেন।
- শিক্ষার্থীদের অভিনয় যেমনই হোক না কেন প্রশংসা করবেন এবং কী করলে আরও ভালো হত সে ব্যাপারে নির্দেশনা প্রদান করবেন।
- অভিনয় শেষে নিজ নিজ আসনে বসতে বলবেন।

শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি

- শিক্ষার্থীদের বিগত একটা পাঠের নির্দেশনার আলোকে অন্য ধর্মের বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানাতে কার্ড তৈরি করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করবেন।
- প্রত্যেকের তৈরি কার্ড প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করবেন।

শুভেচ্ছা কার্ড তৈরি

রামায়ণ নিত্যপাঠ্য ধর্মগ্রন্থ। রামায়ণ থেকে যে নৈতিক শিক্ষা পাই তা হলো: পিতা-মাতা, বড় ভাই, বড়দের শ্রদ্ধা করা। অধর্মের বিনাশ করা। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ইত্যাদি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ। এক ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে অন্য ধর্মের মানুষ একে অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আমাদের প্রত্যেকের উচিত সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিঅর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ বাংলাদেশ। এক ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে অন্য ধর্মের মানুষ একে অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আমাদের প্রত্যেকের উচিত সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করা।

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর-৩০: অভিনয়, বইয়ের প্রচ্ছদ কার্ড তৈরি **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫১-৫৫**

উপকরণ: বোর্ডপেপার/ রঙিনকাগজ/ আর্টপেপার/ যে-কোনো শক্ত কাগজ, রঙিনকলম/ পেন্সিল ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তরে আলোচনা।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. যে-কোনো আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. শিক্ষার্থীদের চারটি প্রধান ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থের বইয়ের প্রচ্ছদ দেখিয়ে ভালো করে লক্ষ করতে বলবেন।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘অভিনয় ও বই এর প্রচ্ছদ অঙ্কন’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

দলীয় ভূমিকাভিনয় / জোড়ায় ভূমিকাভিনয়

ভূমিকাভিনয়ের বিষয়:

মনে কর, তোমার অন্য ধর্মের বন্ধু তোমাকে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ দিয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার বিষয়টি অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও।

- সুবিধামতো শিক্ষার্থীদের জোড়ায় / দলে ভাগ করবেন।
- কে কোন ধর্মের বন্ধু হবে আলোচনা করে ঠিক করে নিতে বলবেন।
- দিক নির্দেশনার অংশ হিসেবে শিক্ষক নিজে জোড়ায় অংশ নিয়ে অভিনয় করে দেখাতে পারেন। নিচে একটা নমুনা দেওয়া হলো:

গৌতম (হিন্দু বন্ধু): আরে রুবেল, তুই হঠাৎ আমাদের বাড়ি।

রুবেল (মুসলিম বন্ধু): তুই তো জানিস আগামীকাল আমাদের ঈদ। আমি তোকে দাওয়াত দিতে এসেছি।

গৌতম: তাই! এটাতো খুবই আনন্দের খবর।

রুবেল: (ঈদ কার্ড দেখিয়ে) এই ঈদ কার্ডটা আমি নিজে তোর জন্য তৈরি করেছি।

গৌতম: বাহ্! খুব সুন্দর হয়েছে। ধন্যবাদ বন্ধু।

রুবেল: তুই না এলে কিন্তু আমি খুব কষ্ট পাব।

গৌতম: তোর কার্ডের সময় মেনে আমি ঈদগাহে ঠিক পৌঁছে যাব।

রুবেল: নামাজ পড়া শেষ হলে তোকে নিয়ে একসাথে আমাদের বাসায় যাব।

(একটু স্থান পরিবর্তন করে রুবেলসহ সব বন্ধুরা সিজদা দিচ্ছে এমন দৃশ্য)

গৌতম: কী সুন্দর দৃশ্য! এত মানুষ একসাথে নামাজ পড়ছে। খুব ভালো লাগছে দেখতে।

(মাঠ থেকে রুবেলসহ বন্ধুরা গৌতমের কাছে এসে কোলাকুলি করবে এবং একে অপরকে ঈদ মোবারক বলবে)

রুবেল: চল সবাই মিলে আমাদের বাড়ি।

(স্থান পরিবর্তন করে খাবার টেবিলে)

গৌতম: সেমাই, খিচুড়ি, পোলাও, চিকেন রোস্ট, ডিমের কোর্মা, মিস্টান্ন এত রকমের খাবার!

রুবেল: হু। সবার পছন্দের কথা মাথায় রেখে মা, দাদি সেই কোন ভোরবেলা থেকে রান্না শুরু করেছেন।

গৌতম: (খেতে খেতে) সুস্বাদু রান্না। ধন্যবাদ সবাইকে।

একক কাজ

- পাঠ্য বই এর ৫১ পৃষ্ঠার বই এর প্রচ্ছদ আঁকার অংশ হিসেবে একেকজন শিক্ষার্থীকে পছন্দমতো একটি বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকতে বলবেন।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করবেন।
- প্রত্যেকের কাজ উপস্থাপন করবেন।
- তাদেরকে উৎসাহিত করবেন এবং কীভাবে আরও ভালো করা যেত সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করবেন।

আলোচনা

প্রত্যেক ধর্মের রয়েছে নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ। ঈদ, পূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা, বড়দিন প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসবগুলো আমাদের জীবনকে করেছে আনন্দময় ও বৈচিত্র্যময়। আমরা একে অপরের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করব। সকল ধর্মের মানুষ একে অপরের বিপদে পাশে থেকে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করব।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিঅর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

ঈদ, পূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা, বড়দিন প্রভৃতি ধর্মীয় উৎসবগুলো আমাদের জীবনকে করেছে আনন্দময় ও বৈচিত্র্যময়। আমরা একে অপরের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করব। সকল ধর্মের মানুষ একে অপরের বিপদে পাশে থেকে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করব।

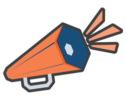

পাঠসমাপ্তি

সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ও পারদর্শিতার মাত্রা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক নম্বর (PI)	পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৪.১ হিন্দুধর্মচর্চার অঙ্গ হিসেবে ধর্মগ্রন্থ, দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ সম্পর্কে জেনে বলতে পারা এবং নিজ ধর্ম ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে (সম্ভব্যস্থলে) অংশগ্রহণ করে ভ্রাতৃত্ব ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।	০৮.০৩.০১.০৯ PI- ০৯	হিন্দুধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জেনে নিয়মিত ধর্মগ্রন্থ পাঠে আগ্রহী হতে পারছে।	হিন্দুধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জেনে হিন্দুধর্মগ্রন্থ পাঠে আগ্রহী হতে পেরেছে।	হিন্দুধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জেনে শ্রদ্ধার সাথে হিন্দুধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে পারছে।	হিন্দুধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জেনে শ্রদ্ধার সাথে হিন্দুধর্মগ্রন্থ নিয়মিত পাঠ করতে পারছে।
	০৮.০৩.০১.০৫ PI- ০৫	দেব-দেবী এবং পূজা-পার্বণ সম্পর্কে জেনে শ্রদ্ধাশীল হতে পারছে।	দেব-দেবী এবং পূজা-পার্বণ সম্পর্কে জেনে সে ধারণা প্রকাশ করতে পারছে।	দেব-দেবী এবং পূজা-পার্বণ সম্পর্কে জেনে শ্রদ্ধাশীল হতে পারছে।	দেব-দেবী এবং পূজা-পার্বণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারছে।
	০৮.০৩.০১.০৬ PI- ০৬	অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় উৎসবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে সবার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারছে।	অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় উৎসব সম্পর্কে জেনে শ্রদ্ধাশীল হতে পারছে।	অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।	সবার সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারছে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং দেশপ্রেম

বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা

৫.মানুষ, প্রকৃতি,জীবজগৎ ও পৃথিবীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা।

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা

৫.১ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক ও গুরুত্ব জেনে বলতে পারা; গাছ-পালা, পশু-পাখি প্রভৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও পরিচর্যা করতে পারা; দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশকে ভালোবাসতে পারা।

সেশন সংখ্যা: ৮

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতার আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের পরিচ্ছেদের শিরোনাম:

- মানুষ, প্রকৃতি ও জীব
- প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়
- জীবসেবা
- দেশপ্রেম
- এসো দেশকে ভালোবাসি

বিশেষ নির্দেশনা

শিক্ষক পরের পৃষ্ঠার অভিজ্ঞতা চক্রটি সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতাটি অর্জন করাবেন মোট ৮টি সেশনে ।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্র

১. প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা
শিক্ষার্থীরা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক, জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন এবং দেশপ্রেম সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রকৃতি, ছবি, ভিডিও পর্যবেক্ষণ করবে।

২. প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ
শিক্ষার্থীরা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক,জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন এবং দেশপ্রেম সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার আলোকে দলগত কাজ উপস্থাপন করতে পারবে।

৩. বিমূর্ত ধারণায়ন
শিক্ষার্থীরা প্রশ্নোত্তর,আলোচনা এবং পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক, জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন এবং দেশপ্রেম সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করবে।

৪. সক্রিয় পরীক্ষণ
শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যকার সম্পর্ক, জীবের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন এবং দেশপ্রেম সম্পর্কিত অর্জিত জ্ঞান ভুমিকাভিনয়/দেয়াল পত্রিকা/গল্পবলার মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

ধাপ-১

প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা

সেশন: ৩টি

সেশন নম্বর-৩১ : মানুষ, প্রকৃতি ও জীব **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫৭-৬০**

উপকরণ: মানুষ, প্রকৃতি ও জীবসম্বলিত ছবি, ভিডিও চিত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, উপকরণ প্রদর্শন ও আলোচনা, ব্রেইন স্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. মা সরস্বতীর বন্দনা শ্লোকটি সকলে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলার মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন:

জয় জয় দেবী চরাচর সারে,
কুচযুগ শোভিত মুক্তা হারে।
বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে,
ভগবতী ভারতী দেবী নমোঽস্তু তে।

৩. শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের আঙিনায় প্রকৃতি ও জীব পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাবেন। ক্লাসে ফিরে এসে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও তাদের অভিজ্ঞতার সাথে মিল করে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

- সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যটি দেখতে কেমন লাগছে?
- কেন ভালো লাগছে?
- প্রকৃতি থেকে আমরা কী কী পাই?
- তুমি কী কী পূজা করেছ?
- পূজা করতে কী কী লাগে?
- এ উপাদানগুলো আমরা কোথা থেকে পাই?

৪.শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম "মানুষ, প্রকৃতি ও জীব"ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

উপকরণ প্রদর্শন: শিক্ষক উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

- ছবিতে প্রকৃতির ওপর নির্ভর ছাড়া বাঁচতে পারে না এমন কী দেখতে পাচ্ছ?
- প্রকৃতির বিভিন্ন প্রাণী আমাদের কী উপকার করে?
- ছবিতে কোন দেবতার পূজা দেখা যাচ্ছে?
- পূজা-অর্চনার জন্য গাছ থেকে আমরা কী কী পেয়ে থাকি?
- সরস্বতী দেবীর বাহন কী?
- দেবতা কার্তিকের বাহন কোন প্রাণী?
- আমরা গাছ-পালার যত্ন করব কেন?

আলোচনা

শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করবেন। প্রকৃতি কী এবং কে সৃষ্টি করেছেন তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলবেন। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের উপর নির্ভর ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না তার উদাহরণ দেবেন। জীব ও প্রকৃতি পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বিষয়টি আলোচনা করবেন।

- অতঃপর, "প্রকৃতি থেকে আমরা কী উপকার পাই"-এ বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে বলবেন (ব্রেইন স্টর্মিং)। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে মাইন্ড ম্যাপের মাধ্যমে উত্তর প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের সাথে নিজের মতামত সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।

মাইন্ড ম্যাপিং : প্রকৃতি থেকে যে উপকার পাই

- এরপর,"দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় উপাচার হিসেবে গাছ-পালা থেকে আমরা কী কী পাই"- তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের ব্রেইন স্টর্মিং করতে দিয়ে মাইন্ড ম্যাপিং করবেন। শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের সাথে নিজের মতামত সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।

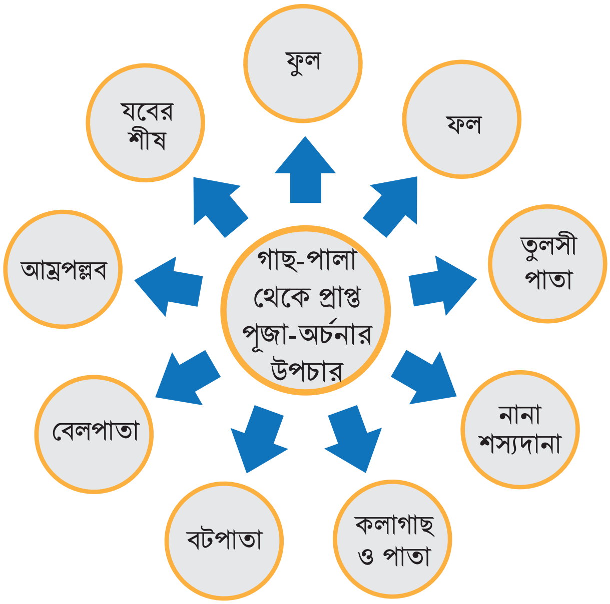

মাইন্ড ম্যাপিং: গাছ-পালা থেকে প্রাপ্ত পূজা-অর্চনার উপচার

➡ এছাড়া, শিক্ষার্থীদের বাড়িতে গিয়ে মা-বাবার কাছ থেকে এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে দিয়ে মানুষ, প্রকৃতি ও জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সম্পর্কে তথ্য জানতে নির্দেশনা দেবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমেই আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। প্রকৃতি ও জীবের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক সম্পর্ক। প্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টির গুরুত্ব আছে। মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা সবকিছু ঈশ্বরের সৃষ্টি প্রতিটি জীব আমাদের কোনো না কোনো উপকারে আসে।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর-৩২: মানুষ, প্রকৃতি ও জীব **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬১-৬৩**

উপকরণ: পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি, ভিডিও চিত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: উপকরণ প্রদর্শন ও আলোচনা, ব্রেইন স্টর্মিং, মাইন্ড ম্যাপিং ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. ধর্মীয় গান বা আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি/ভিডিও চিত্র শিক্ষার্থীদের দেখতে দিয়ে জানতে চাইবেন।

- দৃশ্যটি দেখতে কেমন লাগছে?
- কেন ভালো লাগছে?
- সুন্দর এই প্রকৃতি ও তার জীব-জন্তুর কীভাবে ক্ষতি হতে পারে?
- কেউ প্রাকৃতিক দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ করেছ এমন ঘটনা বলো।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম ‘প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়’ ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

উপকরণ প্রদর্শন: শিক্ষক উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

- ছবির পশু-পাখিরা কে কী করছে?
- কী কী গাছ দেখা যাচ্ছে?
- ছবি দুটি দেখে প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম বলো।
- খরা-দুর্যোগে কী কী সমস্যা দেখা যাচ্ছে?(খরার ছবি দেখিয়ে)
- বন্যায় কী কী ক্ষতি হয়?(বন্যার ছবি দেখিয়ে)
- এ দুর্যোগ ছাড়া তুমি আর কী কী প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে জান?

আলোচনা

শিক্ষক আলোচনায় বলবেন ইঁদুর, সাপ, ব্যাঙ, চড়ুই পাখি, কাক, কাঠবিড়াল ইত্যাদি প্রাণীকে ক্ষতিকর মনে করলেও প্রকৃতিতে এদের অবদান আছে। এ সব প্রাণী আমাদের কোনো না কোনো

উপকারে আসে। একটি জীব আর একটি জীবের ওপর নির্ভরশীল। কোনো একটি জীব বিলুপ্ত হলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। প্রকৃতিতে বিপর্যয় দেখা দেয়।

শিক্ষক আরও বলবেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য আমরা অনেক দায়ী। ঘর-বাড়ি, মিল-কারখানা তৈরি করতে পুকুর, নদী ভরাট করা হচ্ছে। বন-জঙ্গল কেটে উজাড় করা হচ্ছে। ভূমিক্ষয় হচ্ছে, কমে যাচ্ছে সবুজ প্রান্তর। গাছের অভাবে দিন দিন তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে। পশু-পাখি বাসস্থান হারাচ্ছে,বিলুপ্ত হচ্ছে। এতে করে পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে।

- অতঃপর, ছকে উল্লিখিত 'জীব প্রকৃতিতে কী কী অবদান রাখে'তা অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে দেবেন। শিক্ষক বোর্ডে তালিকা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত তথ্যের সাথে শিক্ষক নিজের তথ্যের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা সুস্পষ্ট করবেন।

জীবের নাম	প্রকৃতিতে জীবের অবদান
সাপ	ইঁদুর খেয়ে ফসলের ক্ষতি কমায়।
ব্যাঙ	কীট-পতঙ্গ খেয়ে উপকার করে।
মৌমাছি	আমরা মৌচাক থেকে মধু পাই।
চড়ুই পাখি	পোকা-মাকড় খেয়ে উপকার করে।
কাক	ময়লা খেয়ে পরিবেশ পরিষ্কার রাখে।
-	---

- এরপর, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেন হয়' এ বিষয়ে ব্রেইন স্টর্মিং করতে সহায়তা করবেন। বোর্ডে তালিকা তৈরি করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত তথ্যের সাথে শিক্ষক নিজের তথ্যের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

ক্রমিক	প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ
১.	ঘর-বাড়ি তৈরিতে জলাশয় ভরাট করা।
২.	গাছ-পালা ও বন কাটা।
৩.	পাহাড় কাটা।
৪.	ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো।
৫.	বন্যপ্রাণী নিধন করা।
৬.	--- --- --- --- --- --- ---

- শিক্ষার্থীদের বাড়িতে গিয়েও মা-বাবার কাছ থেকে শুনে এবং প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে দিয়ে প্রকৃতি ও জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় আমাদের করণীয় সম্পর্কে তথ্য জানতে নির্দেশনা দেবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিঅর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

মানুষ,পশু-পাখি,গাছ-পালা সকল ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব। একটি জীব অন্যটির ওপর নির্ভরশীল। তাই আমরা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় কোনো জীবকে ধ্বংস করো না। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টিতে মানুষের যথেষ্ট হাত রয়েছে। জলাশয় ভরাট,বনের গাছ-পালা নিধন,বৃক্ষরোপণ না করা,পশু-পাখি শিকার ইত্যাদি কারণে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে। বিভিন্ন জীব বিলুপ্তি ঘটতে বসেছে। তাই আমরা সকলেই পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখব।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর-৩৩: জীবসেবা, দেশপ্রেম, এসো দেশকে ভালোবাসি **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৪-৭১**

উপকরণ: পাঠ্যবইয়ের ছবি/ মুক্তিযুদ্ধের ভিডিওচিত্র ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রদর্শন, আলোচনা, গল্পবলা, ব্রেইন স্টর্মিং ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. স্বামী বিবেকানন্দের জীবসেবা সম্পর্কিত বাণীটি শিক্ষার্থীদের নিয়ে আবৃত্তি করার মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

৩. বাড়িতে পশু-পাখির প্রতি কে কীভাবে যত্ন করে এবং তাদের পোষা প্রাণী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা বলতে দেবেন। যেমন:

- পোষা প্রাণীটির কী নাম রেখেছ?
- প্রাণীটি তোমাদের কী উপকার করে?
- তুমি কীভাবে তার আদর-যত্ন করো?
- কেন আমরা আমাদের এই মাতৃভূমিকে ভালোবাসব?
- মাতৃভাষা বাংলার দাবিতে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের নাম বলো।

৪. শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে আজকের পাঠের শিরোনাম 'জীবসেবা,দেশপ্রেম,এসো দেশকে ভালোবাসি' ঘোষণা করবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

খ. মূলপাঠ

উপকরণ প্রদর্শন: উপকরণ প্রদর্শন করে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিয়ে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

- স্বামী বিবেকানন্দ জীবসেবা সম্পর্কে কী বলেছেন?
- সকল জীবের অন্তরে কে অবস্থান করেন?
- সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসলে কাকে ভালোবাসা হয়?
- পোষা কুকুর আমাদের কী উপকার করে?
- পশু-পাখির সেবা করলে কার সেবা করা হয়?
- জন্মভূমির কল্যাণের জন্য তুমি কী করবে?
- আমাদের হিন্দুধর্মে দেশপ্রেমকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

আলোচনা

শিক্ষার্থীদের উত্তরের সূত্র ধরে বলবেন– ঈশ্বর সকল জীবকে সৃষ্টি করেছেন। তাই সৃষ্টিকে ভালোবাসলে, যত্ন করলে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। আমরা দরিদ্রদের সেবা করব, পোষা প্রাণীর যত্ন নেব, বৃক্ষরোপণ করব ও পরিচর্যা করব।

শিক্ষক আরও বলবেন– আমরা যেখানে জন্মগ্রহণ করেছি ও বসবাস করছি সেটাই আমাদের জন্মভূমি,আমাদের দেশ। দেশকে ভালোবাসা, দেশের উন্নয়নে অবদান রাখাই হলো দেশপ্রেম। মাস্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, ক্ষুদিরাম বসু, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ ছিলেন দেশপ্রেমিক। ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা

জীবন দিয়েছেন তাঁরাও দেশপ্রেমিক। হিন্দুধর্মগ্রন্থে জনা, কার্তবীর্য, সঞ্জয় প্রমুখদের দেশপ্রেমের অনেক উদাহরণ রয়েছে।

- অতঃপর,পশু-পাখি আমাদের কী কী উপকার করে”- এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ব্রেইন স্টর্মিং করতে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের সহায়তায় মাইন্ড ম্যাপিং করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত তথ্যের সাথে শিক্ষক নিজের তথ্যের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

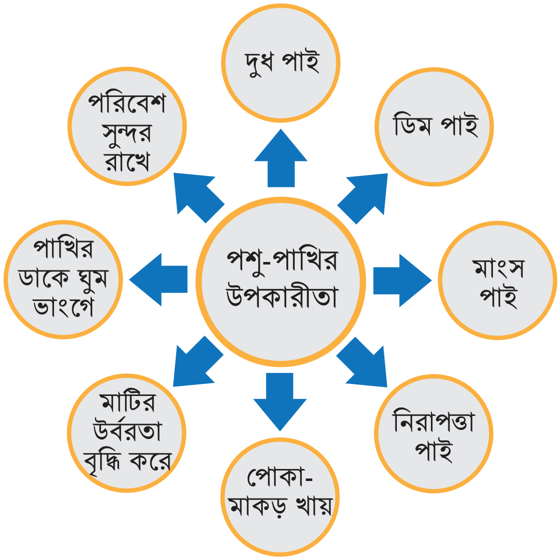

মাইন্ড ম্যাপিং: পশু-পাখির উপকারীতা

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণি কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

ঈশ্বর সকল জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। আমরা অকারণে কোনো পশু-পাখিকে আঘাত করব না।

দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। আমাদের সবার উচিত দেশকে ভালোবাসা। দেশের যে-কোনো সংকটময় দিনে দেশপ্রেমিকেরা দেশের সেবায়, মানুষের সেবায় এগিয়ে আসেন। আমরাও এগিয়ে আসব। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকব। দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য কাজ করব।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ধাপ-২

প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ

সেশন: ২টি

সেশন নম্বর-৩৪: মানুষ, প্রকৃতি ও জীব এবং প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়, **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫৭-৬০**

উপকরণ: সাদা/রঙিন পোস্টার পেপার,মার্কার,স্কেল ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: ব্রেইন স্টর্মিং,দলগত আলোচনা, উপস্থাপন,প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. ধর্মীয় গান বা আনন্দদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

৩. নিজ এলাকার সুন্দর স্থান সম্পর্কে ২/১ জন শিক্ষার্থীকে বলতে বলবেন।

৪. অতঃপর,“মানুষ,প্রকৃতি ও জীব এবং প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়”- এ সম্পর্কে আমরা আরো ভালোভাবে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করবেন।

খ. মূলপাঠ

বিষয়বস্তু অনুযায়ী দলগত কাজ,জোড়ায় কাজ ও একক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করবেন। প্রতিটি দলের দলগত কার্যাবলি ঘুরে ঘুরে দেখবেন। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় সহায়তা করবেন।

দল গঠন, দলের সংখ্যা, দলগত কাজ,সময় সম্পর্কে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন।

দলগত কাজ : ১

- শিক্ষার্থীদের দুটি দলে ভাগ করে লক্ষ্মী দলকে 'ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রকৃতি আমাদের কীভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে' তা আলোচনা করে ছকে লিখতে বলবেন। সরস্বতী দলকে 'পূজা-অর্চনায় গাছ-পালা থেকে কী কী পাই' তার তালিকা করতে বলবেন।

দল : লক্ষ্মী

ক্রমিক	প্রকৃতি আমাদের যেভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে
১.	গাছ-পালা থেকে খাদ্য পাই।
২.	পশু-পাখি থেকেও খাদ্য পাই।
৩.	সূর্য থেকে আলো ও তাপ পাই।
৪.	বিভিন্ন প্রাণী ও পাখি পোকামাকড় খেয়ে ফসলের উৎপাদন বাড়ায়।
৫.	--- --- --- --- --- --- ---

দল : লক্ষ্মী

ক্রমিক	পূজা-অর্চনায় গাছ-পালা থেকে আমরা যা যা পাই
১.	ফুল
২.	ফল
৩.	পাতা
৪.	শস্যদানা
৫.	--- --- --- --- --- --- ---

দলগত কাজ: ২

- এবার উপরোক্ত দল দুটিকে 'প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় জীব কী কী অবদান রাখে' এ নিয়ে দলে আলোচনা করে ছকে তালিকা করতে বলবেন।

জীবের নাম	জীব প্রকৃতিতে যে সব অবদান রাখে
ইঁদুর	মাটি খুড়ে জমির উর্বরতা বাড়ায়।
সাপ	পোকা-মাকড় খেয়ে ফসলের উৎপাদন বাড়ায়।
ব্যাঙ	কীট-পতঙ্গ খেয়ে পরিবেশ সুন্দর রাখে।

আমগাছ	ফল দেয়,কাঠ দেয় ও পাখিদের আশ্রয় দেয়।
মৌমাছি	মধু সংগ্রহ করে।
চড়ুই পাখি	পোকা-মাকড় খেয়ে ফসলের উৎপাদন বাড়ায়।
--- --- ---	--- --- --- --- --- --- ---

জোড়ায় কাজ: ১

'প্রাকৃতিক দুর্যোগ খরা থেকে বাঁচতে আমাদের করণীয় কী' -তা নিয়ে প্রতি জোড়ায় ১টি করে করণীয় লিখতে বলবেন। শিক্ষক প্রত্যেক জোড়ার কাজ নিয়ে বোর্ডে তালিকা করবেন এবং পড়ে শোনাবেন।

ক্রমিক	প্রাকৃতিক দুর্যোগ খরা থেকে বাঁচতে যা করব
১.	বৃক্ষরোপণ করব
২.	জলাশয় ভরাট করব না
৩.	পশু-পাখি নিধন করব না
৪.	--- --- --- --- --- --- ---

- ছক পূরণ করা/তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের সহায়তা নিতে বলবেন।
- প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত তথ্যের সাথে শিক্ষক নিজের তথ্যের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

দলগত /জোড়ায় কাজ উপস্থাপন

- প্রত্যেক দলকে প্রস্তুতকৃত তাদের দলগত কাজসমূহ শ্রেণিতে একে একে উপস্থাপন করতে বলবেন। সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- একদল উপস্থাপনকালে অন্য দলের কোনো প্রশ্ন/জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে বলতে দেবেন।
- উপস্থাপন শেষে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে 'মানুষ, প্রকৃতি ও জীব এবং প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়' নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবেন।
- দলের সদস্যদের আলোচনা/মতামতের ভিত্তিতে নতুন তথ্য সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

মানুষ প্রকৃতিকে সৃষ্টি করতে পারে না। ঈশ্বর এই প্রকৃতির স্রষ্টা। আর ঈশ্বরের সৃষ্ট প্রকৃতির ওপর নির্ভর করেই আমরা বেঁচে আছি। আমাদের হিন্দুধর্মে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক অভিন্ন। আমাদের প্রতিটি পূজাতে প্রকৃতির নানা উপকরণের প্রয়োজন হয়। তাই অযথা গাছ-পালা কাটব না। আবার আমাদের দেবতাদের নির্দিষ্ট বাহন আছে যা নানা প্রাণী। সরস্বতীর বাহন রাঁজহাস,কার্তিকের বাহন ময়ূর,গণেশের বাহন ইঁদুর, দুর্গার বাহন সিংহ, লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। তাই প্রাণী আমাদের কাছে শ্রদ্ধার। অযথা জীব হত্যা করব না। প্রকৃতিতে ঈশ্বরের সব সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। প্রকৃতির প্রতিটি জীব ও জড় আমাদের কোনো না কোনো উপকারে আসে। কোনো একটি জীব বিলুপ্ত হলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাই প্রকৃতিকে সংরক্ষণ করতে পারলে আমাদের অস্তিত্ব সুরক্ষিত হবে।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর-৩৫: জীবসেবা, দেশপ্রেম, এসো দেশকে ভালোবাসি **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৪-৭১**

উপকরণ: সাদা/রঙিন পোস্টার পেপার,মার্কার, স্কেল ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: ব্রেইন স্টর্মিং, আলোচনা উপস্থাপন, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. সবাই মিলে একটি দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

ধন ধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা
ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
ও সে সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।।
(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

৩. বাড়িতে পশু-পাখিকে কেন যত্ন করা উচিত তা শিক্ষার্থীদের ২/১ জনকে বলতে বলবেন।
৪. অতঃপর 'জীবসেবা, দেশপ্রেম, এসো দেশকে ভালোবাসি' এ সম্পর্কে আমরা আরো ভালোভাবে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করবেন।

খ. মূলপাঠ

বিষয়বস্তু অনুযায়ী দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ ও একক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করবেন। প্রতিটি দলের দলগত কার্যাবলি ঘুরে ঘুরে দেখবেন। শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করবেন। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় সহায়তা করবেন।

দল গঠন, দলের সংখ্যা, দলগত কাজ, সময় সম্পর্কে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কাজ সম্পাদনে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন।

দলগত কাজ: ১

- **শাপলা দল:** 'পশু-পাখির পরিচর্যায় কী করবে' এবং গোলাপ দল: 'গাছ-পালার পরিচর্যায় কী করবে' তা আলোচনা করে খাতায় নোট করে নির্ধারিত একটি পোস্টারে উভয় দলকে লিখতে বলবেন।

ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক	ক্রমিক
১.	পশুর যত্ন নেব।	১.	গাছ-পালা কাটব না।
২.	পশুকে খাবার দেব।	২.	শুষ্ক মৌসুমে গাছে পানি দেব।
৩.	থাকার ব্যবস্থা কর।	৩.	সার দেব।
৪.	--- --- --- --- --- --- ---	৪.	--- --- --- --- --- --- ---

দলগত /জোড়ায় কাজ উপস্থাপন

- শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি/পাশাপাশি জোড়ায় বসার নির্দেশনা দেবেন।
- দেশপ্রেমিক হিসেবে কে কোন কাজ করতে আগ্রহী তা নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন।
- প্রতি জোড়া থেকে একটি করে কাজের নাম বোর্ডে মাইন্ড ম্যাপের মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন।

মাইন্ড ম্যাপিং: দেশপ্রেমিক হিসেবে করণীয় কাজ

একক কাজ: ১

তোমার প্রিয় পশু/ পাখি/ গাছের ছবি আঁকো। পশু/ পাখি/ গাছটি কী কী উপকার করে তা ছবির নিচে লেখো।

- ছক পূরণ করা/তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের সহায়তা নিতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীদের প্রাপ্ত তথ্যের সাথে শিক্ষক নিজের তথ্যের সংযোজন-বিয়োজন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট করবেন।

দলগত /জোড়ায় কাজ উপস্থাপন

- প্রত্যেক দলকে প্রস্তুতকৃত তাদের দলগত কাজসমূহ শ্রেণিতে একে একে উপস্থাপন করতে বলবেন। সময় নির্ধারণ করে দেবেন।
- একদল উপস্থানপকালে অন্য দলের কোনো প্রশ্ন/জিজ্ঞাসা থাকলে উপস্থাপন শেষে বলতে দেবেন।

- উপস্থাপন শেষে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে 'জীবসেবা, দেশপ্রেম, এসো দেশকে ভালোবাসি' নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতাকে আরো সমৃদ্ধ করবেন।
- দলের সদস্যদের আলোচনা/ মতামতের ভিত্তিতে নতুন তথ্য এবং নিজের তথ্য সংযোজন-বিয়োজনের মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবেন।
- একক কাজ হিসেবে আঁকা ছবি সংগ্রহে রাখবেন।

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

ঈশ্বর জীবের অন্তরে অবস্থান করেন। তাই আমরা সকল জীবকে ভালোবাসব। পাখি শিকার করা,পশু-পাখিকে ঢিল ছোড়া,নানাভাবে এদের বিরক্ত করা থেকে আমরা বিরত থাকব। আমরা পশু-পাখির যত্ন নেব,গাছের পরিচর্যা করব। কেননা এতে জীবসেবা হবে। আর জীবসেবায় ঈশ্বরও সন্তুষ্ট হন। সাথে সাথে আমাদের দেশকেও আমরা মায়ের মতো ভালোবাসব। আমাদের শাস্ত্রেও নিজ জন্মভূমিকে মায়ের মতো ভালোবাসতে বলা হয়েছে। আমরা মানুষের বিপদে পাশে দাঁড়াব। দেশের সম্পদ নষ্ট করব না। পড়াশোনা করে ভালো মানুষ হয়ে দেশের কল্যাণে কাজ করব। দেশপ্রেমিক হব।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ধাপ-৩

বিমূর্ত ধারণায়ন

সেশন: ২টি

সেশন নম্বর-৩৬: মানুষ, প্রকৃতি ও জীব এবং প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয় **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫৭-৬৩**

উপকরণ: রঙিন পোস্টার পেপার, মার্কার, স্কেল ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তরে আলোচনা, মৌখিক, লিখিত।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

'সোনা সোনা সোনা লোকে বলে সোনা,
সোনা নয় ততো খাঁটি;
বলো যতো খাঁটি তার চেয়ে খাঁটি,
বাংলাদেশের মাটি রে
আমার বাংলাদেশের মাটি
আমার জন্মভূমির মাটি।'

(গীতিকার: আব্দুল লতিফ)

৩. প্রকৃতিতে জীব ও জড়বস্তুর উপকারিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

- জীব থেকে আমরা কী কী পাই?
- প্রকৃতিতে এমন কয়েকটি জড়বস্তুর নাম বলো যা থেকে আমরা উপকার পাই।
- সূর্য আমাদের কী উপকারে লাগে?
- পাহাড়-পর্বত থেকে আমরা কী পাই?
- কয়েকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম বলো।

৪. অতঃপর 'মানুষ,প্রকৃতি ও জীব এবং প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়' এ সম্পর্ক আমরা আরো ভালোভাবে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করবেন।

খ. মূল পাঠ

- পূর্বের সেশন -৩৪ এর সাথে মিলিয়ে 'মানুষ,প্রকৃতি ও জীব এবং প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়' সম্পর্কিত ধারণাটির সাথে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

  ১. গাছ ও প্রাণী যে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল তা একটি উদাহরণ দাও।
  ২. ইঁদুর,ব্যাঙ প্রকৃতির কীভাবে উপকার করে?
  ৩. প্রকৃতির জীব বিলুপ্ত হলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয় কেন?

- পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট পাঠের সাহায্যে 'মানুষ, প্রকৃতি ও জীব এবং প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়' সম্পর্কিত উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর আলোকে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক ধারণা তুলে ধরবেন।

- শিক্ষার্থীদের আরও ধারণা স্পষ্ট করার জন্য পাঠ্যপুস্তকের ‘মানুষ, প্রকৃতি ও জীব এবং প্রকৃতির বিপর্যয় মানুষেরই বিপর্যয়’ সম্পর্কিত অংশ পড়তে বলবেন।

বিষয়বস্তু প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা অর্জনে আলোচনা করবেন। দেব-দেবীর পূজা-অর্চনায় উপচার হিসেবে বিভিন্ন পাতা ও ফুল-ফল লাগে যা আমরা গাছ থেকে পাই তা শিক্ষার্থীদের উপলব্ধিতে আনবেন। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের ওপর নির্ভর ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না তার উদাহরণ দেবেন। গাছের যত্ন নিতে এবং অকারণে জীব হত্যার ক্ষতিকর দিক উল্লেখ করবেন।

শিক্ষক আলোচনায় বলবেন– ইঁদুর, সাপ, ব্যাঙ, চড়ুই পাখি, কাক, কাঠবিড়াল ইত্যাদি প্রাণীকে ক্ষতিকর মনে করলেও প্রকৃতিতে এদের অবদান আছে। এসব প্রাণী আমাদের কোনো না কোনো উপকারে আসে। একটি জীব আর একটি জীবের ওপর নির্ভরশীল। কোনো একটি জীব বিলুপ্ত হলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়। প্রকৃতিতে বিপর্যয় দেখা দেয়।

আরও বলবেন– প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য আমরা অনেক দায়ী। ঘর-বাড়ি,মিল-কারখানা তৈরি করতে পুকুর, নদী ভরাট করা হচ্ছে। বন-জঙ্গল কেটে উজাড় করা হচ্ছে। ভূমিক্ষয় হচ্ছে,কমে যাচ্ছে সবুজ প্রান্তর। গাছের অভাবে দিন দিন তাপমাত্রা বেড়ে চলছে। পশু-পাখি বাসস্থান হারাচ্ছে,বিলুপ্ত হচ্ছে। এতে করে পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে।

নিম্নরূপ প্রশ্নের উত্তর বলতে/লিখতে দেবেন:

- ‘প্রকৃতির জীব শুধু নয় জড় বস্তুর কাছ থেকেও আমরা উপকার পাই’ এমন উদাহরণ দাও।
- কিছু প্রাণী আমাদের খুব শ্রদ্ধার কেন?
- গাছ-পালা কেটে ফেলার ৩টি ক্ষতিকর দিক লেখো।
- পোস্টারে বৃক্ষরোপণ দিবসের জন্য ১টি স্লোগান লেখো। (২/৩ দলে)

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমেই করেই আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। পূজা-অর্চনা করতে গিয়ে আমরা প্রকৃতি ও জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা আগ্রহ নিয়ে জেনেছি এবং

আনন্দ লাভ করেছি।

মানুষ, পশু-পাখি, গাছ-পালা ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল জীব আমাদের কোনো না কোনো উপকারে আসে। একটি জীব অন্যটির ওপর নির্ভরশীল। তাই আমরা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় কোনো জীবকে ধ্বংস করব না।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় সৃষ্টিতে মানুষের যথেষ্ট হাত রয়েছে। জলাশয় ভরাট, বনের গাছ-পালা নিধন, বৃক্ষরোপণ না করা,পশু-পাখি শিকার ইত্যাদি কারণে পরিবেশের বিপর্যয় ঘটছে। বিভিন্ন জীবের বিলুপ্তি ঘটতে বসেছে। তাই আজ আমাদের সকলকেই পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে হবে।

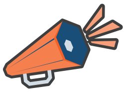

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

সেশন নম্বর-৩৭: জীবসেবা, দেশপ্রেম, এসো দেশকে ভালোবাসি **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৬৪-৭১**

উপকরণ: রঙিন পোস্টারপেপার, মার্কার, স্কেল ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: প্রশ্নোত্তরে আলোচনা।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. সবাই মিলে একটি দেশাত্মবোধক গান গেয়ে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

মা গো,ভাবনা কেন?
আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে
তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি
তোমার ভয় নেই মা,আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।
(গীতিকার: গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার)

৩. পশু-পাখি, গাছ-পালার যত্ন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন:

- বাড়ির কুকুরকে কেন যত্ন করবে?
- ফল/ফুল গাছ লাগিয়ে তা পরিচর্যা করবে কেন?
- পাখি কীভাবে ফসল উৎপাদন বাড়ায়?
- শ্রীরাম জন্মভূমিকে কীসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেছেন?
- শহরে রাস্তা পার হতে কী মেনে চলবে?

৪. অতঃপর 'জীবসেবা,দেশপ্রেম,এসো দেশকে ভালোবাসি' এ সম্পর্ক আমরা আরো ভালোভাবে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করবেন।

খ. মূলপাঠ

- পূর্বের সেশন-৩৫ এর সাথে মিলিয়ে 'জীবসেবা, দেশপ্রেম, এসো দেশকে ভালোবাসি' সম্পর্কিত ধারণাটির সাথে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন:

    ১. সকল সৃষ্টিকে ভালোবাসলে কাকে ভালোবাসা হয়?
    ২. তুমি কীভাবে গাছের যত্ন নাও?
    ৩. শ্রীরাম দেশপ্রেম সম্পর্কে বিভীষণকে কী বলেছিলেন?

- পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট পাঠের সাহায্যে 'জীবসেবা, দেশপ্রেম, এসো দেশকে ভালোবাসি' সম্পর্কিত উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর আলোকে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক ধারণা তুলে ধরবেন।
- শিক্ষার্থীদের আরও ধারণা স্পষ্ট করার জন্য পাঠ্যপুস্তকের 'জীবসেবা, দেশপ্রেম, এসো দেশকে ভালোবাসি' সম্পর্কিত অংশ পড়তে বলবেন।

বিষয়বস্তু প্রশ্নোত্তরে আলোচনা

পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট পাঠের সাহায্যে 'জীবসেবা, দেশপ্রেম, এসো দেশকে ভালোবাসি' সম্পর্কিত উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর আলোকে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে সঠিক ধারণা তুলে ধরবেন। বলবেন– ঈশ্বর সকল জীবকে সৃষ্টি করেছেন। প্রকৃতির জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। মা যেমন আমাদের জন্ম দিয়েছেন। লালন-পালন করেছেন। তেমনি আমাদের জন্মভূমি আমাদের খাদ্য দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে বড় করছে। তাই দেশকে মায়ের মতো ভালোবাসব।

নিম্নরূপ প্রশ্নের উত্তর বলতে/লিখতে দেবেন:

- তৃষ্ণার্ত পাখির জন্য তুমি কী করতে পার?
- দেশকে ভালোবাসতে তুমি কী কী করবে?
- দেশের সম্পদের অপচয় রোধে তুমি যা করতে চাও তা লেখো।
- দেশকে ভালোবাসা হয় এমন কয়েকটি কাজ নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো। (২/৩দলে)

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

ঈশ্বর সকল জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। পশু-পাখি,গাছ-পালা আমাদের অনেক উপকার করে থাকে। তাই তাদের যত্ন ও নিরাপত্তার জন্য আমাদেরও অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। এসব জীব এবং গরীব-দুঃখী মানুষের সেবা করা আমাদের কর্তব্য। আমরা সকল জীবের যত্ন তথা সেবা করতে এগিয়ে আসব।

দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ। আমাদের সবার উচিত দেশকে ভালোবাসা। দেশের মঙ্গলের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য কাজ করব। দেশের যে-কোনো বিপদের দিনে দেশপ্রেমিকেরা দেশ ও মানুষের সেবায় এগিয়ে আসেন। আমরাও এগিয়ে আসব।

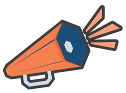

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

ধাপ-৪

সক্রিয় পরীক্ষণ

সেশন: ১টি

সেশন নম্বর-৩৮: প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং দেশপ্রেম **পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা: ৫৭-৭১**

উপকরণ: ভিপকার্ড, সাইনপেন ইত্যাদি।

পদ্ধতি/কৌশল: ভূমিকাভিনয়, গল্পবলা ইত্যাদি।

শিখন-শেখানো কার্যাবলি

ক. ভূমিকা

১. শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করে কুশল বিনিময় করবেন।

২. শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করবেন।

আমাদের দেশ তারে কত ভালোবাসি
সবুজ ঘাসের বুকে শেফালির হাসি,
মাঠে মাঠে চড়ে গরু নদী বয়ে যায়
জেলে ভাই ধরে মাছ মেঘের ছায়ায়।
রাখাল বাজায় বাঁশি কেটে যায় বেলা
চাষা ভাই করে চাষ কাজে নেই হেলা।
(আ.ন.ম.বজলুর রশীদ)

৩. আমাদের এই দেশ, আমাদের এই সুন্দর প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন:

- সুন্দর এই প্রকৃতি কার সৃষ্টি?
- আমরা পূজাতে প্রকৃতির কী কী উপাদান ব্যবহার করি?
- জীবহত্যা মহাপাপ কেন?
- ইঁদুর মাটির উর্বরতা কীভাবে বৃদ্ধি করে?
- প্রকৃতির বিপর্যয় থেকে রক্ষার উপায় কী?
- বনবাসে যাবার সমর শ্রীরাম বার বার অযোধ্যার দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলেন কেন?

৪. অতঃপর 'প্রকৃতি ও পরিবেশ এবং দেশপ্রেম' এ অধ্যায়টি সম্পর্ক আজ আমরা ভালোভাবে জানব বলে পাঠ ঘোষণা করবেন।

খ. মূলপাঠ

শিক্ষার্থীদের দিয়ে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে অসহায় মানুষ, পশু-পাখি ও গাছ-পালার যত্ন বা পরিচর্যার বিষয়টি উপস্থাপন করবেন। সেজন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেবেন। দল গঠন করে দেবেন এবং দলের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ভূমিকাভিনয় করতে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের ভিপকার্ডে কথাগুলো লিখে নিতেও বলতে পারেন। দলের এক একজন এসে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলবে।
যেমন:

- আমি গরীব ও অসহায় মানুষকে ভাত খেতে দিই।
- আমি কাক,কুকুর,বিড়ালকে খাবারের উচ্ছিষ্ট খেতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখি।
- গরু-ছাগলকে ঘাস খেতে দিই।
- হাস-মুরগীকে সন্ধ্যার আগেই খাঁচায় তুলি।
- আমি গাছে জল দিই।
- আমি ফেলে দেওয়া হাড়ি-কুড়ি দিয়ে পাখির জন্য বাসা বানাতে সাহায্য করি।
- বর্ষার সময় গাছের গেড়ায় জল বেধে থাকলে আমি ছাড়িয়ে দিই।

- আমি আগাছা পরিষ্কার করে দিই।
- আমি অন্ধ মানুষকে রাস্তা পার করে দিই।
- _

পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন

শ্রেণিকার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ, প্রশ্ন ও প্রাসঙ্গিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি অর্জন উপযোগী যোগ্যতা মূল্যায়ন করবেন। প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করে শিখন নিশ্চিত করবেন।

গ. উপসংহার

প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান ব্যবহারের মাধ্যমেই আমাদের জীবন অতিবাহিত হয়। পূজা-অর্চনা করতে গিয়ে আমরা প্রকৃতি ও জীবের পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে তা জেনে আনন্দ লাভ করেছি। তাই আমরা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় কোনো জীবকে ধ্বংস করব না। গরীব-দু:খী মানুষের সেবা করা আমাদের কর্তব্য। দেশের মঙ্গালের জন্য, দেশের উন্নতির জন্য কাজ করব।

পাঠসমাপ্তি

শিক্ষার্থীদের ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ও পারদর্শিতার মাত্রা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা	পারদর্শিতার নির্দেশক সংখ্যা (PI)	পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ	পারদর্শিতার মাত্রা		
			ভালো	খুব ভালো	উত্তম
৫.১ প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক ও গুরুত্ব জেনে বলতে পারা; গাছ-পালা, পশু-পাখি প্রভৃতির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন ও পরিচর্যা করতে পারা; দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশকে ভালোবাসতে পারা।	০৮.০৩.০১.০৭ PI- ০৭	মানুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব বুঝে প্রকৃতি এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারছে।	প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব প্রকাশ করতে পারছে।	প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব উদাহরণসহ সনাক্ত করতে পারছে।	প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও গুরুত্ব বুঝে প্রকৃতি এবং দেশের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে পারছে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষের জন্য, হিন্দুধর্ম- ৩য় শ্রেণি

শিক্ষক সহায়িকা

জননী-জন্মভূমি স্বর্গ থেকেও শ্রেষ্ঠ

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য **৩৩৩** কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে **১০৯** নম্বর-এ ফোন করুন (টোল ফ্রি, ২৪ ঘন্টা সার্ভিস)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য